CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-28 ■ 2 November, 2025 ■ আগরতলা ২ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৫ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা এক

অন্ধ্রপ্রদেশের ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে পদদলিত হয়ে মৃত্যু ১০, আহত বহু

কাশিবুগগা, ১ নভেম্বর ।। আন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে আজ সকাল ১০টার দিকে এক ভয়াবহ পদদলিত দুর্ঘটনা ঘটে, যাতে অন্তত ১০ জন ভক্ত নিহত হয়েছেন এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীকাকুলাম জেলার কাশিবুগগা এলাকায়, যখন হাজার হাজার ভক্ত "কার্তিক একাদশী" উপলক্ষে মন্দিরে সমবেত হন। একাদশী দিনটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র একটি দিন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি ২ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর অফিস থেকে জানানো হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আহতদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

এদিকে, ডেপুটি সিএম পবন কল্যাণ এই দুর্ঘটনাকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক' বলে উল্লেখ করেছেন এবং আহতদের সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, মন্দির কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রশাসনকে একাদশীর দিন বিপুল সংখ্যক ভক্তের আগমনের বিষয়ে সতর্ক করেনি, এবং মন্দিরের কিছু অংশ নির্মাণাধীন থাকার কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনায় গভীর শোক জানিয়ে বলেছেন, এর আগে তীরুপতি ও সিমাচলম মন্দিরে একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি। এই ধরনের দুর্ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

'মেকি একা দিবস' উদযাপন

বিজেপি-আরএসএস ইতিহাস বিকৃতি করছে ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। স্বাধীনোত্তর ভারতের ঐক্য, অখণ্ডতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভিত্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যেই আরএসএস ও বিজেপি ধারাবাহিকভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে এমনই অভিযোগ তুলেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ড ছিল আরএসএসের দেশবিরোধী চক্রান্তের ফল। আর আজ সেই আরএসএস ও বিজেপি 'স্বচ্ছতা' ও 'একতা'র নামে গান্ধিজির নাম ব্যবহার করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ।

বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেস দাবি করে, দেশের প্রকৃত ঐক্যের প্রতীক ছিলেন মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহেরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। আজ মোদি সরকার তাঁদের আদর্শকে বিকৃত করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করছে। সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কোটি কোটি টাকা সরকারি অর্থে তথাকথিত 'একতা দিবস' পালন হচ্ছে, যা আসলে কংগ্রেস ও তার নেতাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা খাটো করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত।

কংগ্রেসের দাবি, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যখন গোটা দেশ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তখন আরএসএস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের সহায়তা করেছিল। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, আরএসএস প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের প্রস্তাব তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল, যা পরে মুসলিম লিগের দাবির সাথেই মিলে যায়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দেশের স্বাধীনতা অর্জন, সংবিধান রচনা ও প্রদেশগুলিকে যুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে নেহেরু, প্যাটেল ও আম্বেদকর যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেটিই আজ আরএসএস-বিজেপি বিকৃত করছে। সর্দার প্যাটেলের একতা প্রতিষ্ঠার ভূমিকার কারণেই তিনি 'লৌহমানব' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়, আরএসএস-র সন্ত্রাসবাদী সেবক নাথুরাম গডসে দ্বারা মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করানো হয়েছিল। সেই ঘটনায় গোটা দেশ হতবাক হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলও গভীরভাবে মুষড়ে পড়েছিলেন। নেহেরু-প্যাটেলের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বেই দেশ সেই কঠিন সময় অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিযোগ, বর্তমান শাসকরা দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনকে দুর্নীতিতে জর্জরিত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্ব দুর্নীতি সূচকে ভারত ১৯৬তম স্থানে নেমে এসেছে, অথচ বিজেপি নেতাদের মধ্যে লজ্জার লেশমাত্র নেই। তারা ধর্মীয় মেরুকরণ ও ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করছে। শেষে প্রদেশ কংগ্রেসের আহ্বান, দেশের প্রকৃত ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা রক্ষায় রাজ্যবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তথাকথিত 'একতা দিবস'-এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা উগ্র ধর্মীয় ও মৌলবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে।

মাটি ধসে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। আমবাসা থানাধীন কুলাই সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় মাটি ধসের ঘটনায় এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম জিতেন শব্দকর (বয়স আনুমানিক ৩৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে জিতেন শব্দকর প্রতিদিনের মতোই মাটি বহনকারী গাড়িতে মাটি বোঝাই করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ পাশের টিলার মাটি ধসে পড়ে। মুহূর্তের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রশংসায় মুখর বঙ্গের বিজেপি সভাপতি

কলকাতা, ১ নভেম্বর।। ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব মোর্চা আয়োজিত নমো যুবা যুদ্ধা কর্মসূচিতে এদিন রাজ্যসভার সদস্য ও বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও যুব সমাজের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি ত্রিপুরার উন্নয়নকেও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ত্রিপুরা আজ উন্নয়নের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি আদর্শ রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা এখন সারা দেশের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এদিন তিনি ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান লোকসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব-এর নেতৃত্ব ও কর্মদক্ষতারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরা যে গতিতে উন্নয়নের ধারায় যুক্ত হয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' ভাবনার সার্থক বাস্তবায়ন।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব, একাধিক সাংগঠনিক পদাধিকারী ও শতাধিক কর্মী-সমর্থক। পুরো কর্মসূচি জুড়ে দেশ ও রাজ্যের উন্নয়নে যুব সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা বিরোধীদের ঃ যুব মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। এমনই অভিযোগ তুলে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সম্মেলন করেন যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রাণা ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব মোর্চার মুখপাত্র অম্লান মুখার্জি।

রাণা ঘোষ বলেন, অশ্লীল ভাষায় যে মহিলা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গালমন্দ করেছে, তাকে ত্রিপুরার ২০ বছরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার 'ভদ্রমহিলা' বলে সম্বোধন করছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। তাঁর থেকে এই বিষয়টি আশা করা যায় নি। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে প্রদেশ যুব মোর্চা।

তাঁর কথায়, বিরোধীরা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকটু ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। তারা রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার কুপ্রয়াস চালাচ্ছে। আমাদের যুব সমাজের লক্ষ্য সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা।

অম্লান মুখার্জি সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়ে রোষের মুখে পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। সারা ভারত কৃষক সভার সদস্যপদ ও চাঁদা সংগ্রহ অভিযান ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল নরসিংগড়ের ভাগলপুর এলাকায়। বামপন্থী কৃষক নেতা পবিত্র কর ও তাঁর সঙ্গী নেতৃত্বরা শনিবার এলাকাবাসীর রোষের মুখে পড়েন।

জানা গিয়েছে, এদিন কৃষকসভার পক্ষ থেকে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বের হয়েছিলেন পবিত্র করসহ কয়েকজন বাম নেতা। তাঁরা স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং সংগঠনের কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন। সেই সময়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দাম কমছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের

নতুন দিল্লি, ১ নভেম্বর ।। রাজ্য চালিত তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) গত শনিবার থেকে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে।

সর্বশেষ দাম সমন্বয়ের পর, ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দিল্লিতে ১,৫৯০.৫০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে, যা পূর্বের ১,৫৯৫.৫০ টাকার তুলনায় ৫ টাকার কম। কলকাতায় সবচেয়ে বেশি ৬.৫০ টাকার কমে ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম ১,৬৯৪ টাকা হয়েছে। চেন্নাইয়ে দাম হয়েছে ১,৭৫০ টাকা (৪.৫০ টাকা কম), এবং মুম্বাইয়ে দাম ১,৫৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে (৫ টাকা কম)।

এই দাম হ্রাসের ফলে রেস্তোরাঁ, হোটেল ও ক্যাটারিং ব্যবসার মতো এলপিজি নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কিছুটা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণ
দুষ্কৃতির হামলায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ নভেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার চণ্ডীপুর আরডি ব্লকের ছনতৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের মুসলিমপল্লী এলাকায় ঘটল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যা রাতে প্রায় ৭ থেকে ৮ জন দুষ্কৃতকারী স্থানীয় বাসিন্দা মুসতফা আলির বাড়িতে ঢুকে তাঁর ১৭ বছরের নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। মুসতফা আলির অভিযোগ, ঘটনাকালে বাড়িতে কোনো পুরুষ সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী জয়তুন নেসা ও বোন আফিয়া বেগম অপহরণকারীদের আটকানোর চেষ্টা করলে তাঁদের উপর দুষ্কৃতকারীরা দা দিয়ে আঘাত করে। এতে তাঁদের দু'জনেরই হাতে গুরুতর চোট লাগে। পরবর্তীতে স্থানীয়রা ইছবপুর পঞ্চায়েতের নওয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা ইসমাইল আলিকে ঘটনাস্থল থেকে ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

আহতদের দ্রুত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জয়তুন নেসা ও আফিয়া বেগমের চিকিৎসা চলছে। অপরদিকে, ইসমাইল আলির অবস্থা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর দক্ষতা পদক পাচ্ছেন ইন্সপেক্টর স্বপ্না ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। অসাধারণ তদন্ত দক্ষতা, দ্রুত পদক্ষেপ এবং নির্যাতিতার প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ বিলোনিয়া মহিলা থানার ইন্সপেক্টর স্বপ্না ভৌমিক কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর দক্ষতা পদকে পাচ্ছেন। তদন্ত ক্ষেত্রে তাঁর এই সাফল্য রাজ্য পুলিশ মহলে গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

তাঁর তদন্তাধীন ছিল বিলোনিয়া মহিলা থানার মামলা নং ২০২৪ডাব্লিউএমএন০২৯, ২০২৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ওই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। যা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা-এর ধারা ১২৭(১), ৯৬, ৭৬, ও ৬৫(২), এবং পকসো আইন-এর ধারা ৪ অনুযায়ী নথিভুক্ত হয়েছিল। মামলাটি নথিভুক্তির মাত্র ২৫৭ দিনের মধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। যা নতুন ফৌজদারি আইনগুলির আওতায় দ্রুততম বিচারপ্রক্রিয়ার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর এক শিশু কন্যার নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট থানায় জমা পড়ে। ইন্সপেক্টর স্বপ্না ভৌমিক তৎপরতার সঙ্গে সেদিন রাতেই নিখোঁজ কন্যাটিকে উদ্ধার করেন। পরের দিন সকালে মামলা রুজু করে তাঁর চিকিৎসা পরীক্ষা ও বিচারিক স্বীকারোক্তি সম্পন্ন করান।

অত্যন্ত নিবিড় অনুসন্ধান ও প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে দ্রুতই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ৩১.১০.২০২৪ তারিখে অর্থাৎ মাত্র ৪৭ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করা হয় বিএনএস-এর ধারা ১২৭(১)/৯৬/৭৬/৬৫(২)/৩৫১(২) ও পকসো আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী। মামলাটি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচারাধীন হয়।

বিচার শেষে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। আদালত পকসো ধারায়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লিচুবাগানে পরিচয়হীন যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। লিচুবাগান হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে স্থানীয়রা একটি ঝোপের মধ্যে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। সাথে সাথে তাঁরা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। এনসিসি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে স্থানীয়রা একটি ঝোপের মধ্যে দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সাথে সাথে তাঁরা এনসিসি থানায় খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দেহটির গায়ে কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ঘটনাটি খুন না আত্মহত্যা, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে। যুবকের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। আমরা সবদিক বিবেচনা করে তদন্ত চালাচ্ছি। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে।

নতুন নিয়মে সহজ হচ্ছে আধার কার্ডের আপডেট

৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্যান আধার লিঙ্ক বাধ্যতামূলক

নতুন দিল্লী, ১ নভেম্বর ।। নতুন মাসের শুরুতে, ভারতের নাগরিকদের পরিচয় সংক্রান্ত সরকারি ডকুমেন্ট আধার কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে আধার কার্ডধারকরা কোনো পরিবর্তন করতে হলে আধার কার্ড সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

ভারতীয় বিশিষ্ট পরিচয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আধার কার্ডধারকদের জন্য প্রক্রিয়া সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য, তাদের ডেমোগ্রাফিক তথ্য এখন থেকে অনলাইনে আপডেট করা যাবে। আধার কার্ডধারকরা এখন তাদের নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ এবং মোবাইল নম্বরের মতো তথ্য অনলাইনে আপডেট করতে পারবেন।

এছাড়া, ইউআইডিএআই জানিয়েছে যে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে সকল আধার কার্ডধারককে তাদের প্যান কার্ড আধারের সাথে লিঙ্ক করতে হবে।

ইউআইডিএআই এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ফটোর বায়োমেট্রিক আপডেটের জন্য ১২৫ টাকা ফি দিতে হবে। তবে, যদি আধার কার্ডধারকের বয়স ৫-৭ বছর হয় এবং এটি প্রথমবার আপডেট করা হচ্ছে, তবে সেই সার্ভিসটি বিনামূল্যে থাকবে। একইভাবে, ১৫-১৭ বছর বয়সী আধার কার্ডধারকরা দুইবার আপডেট করানোর পরেও কোনো ফি দিতে হবে না।

এছাড়া, যদি আধার কার্ডধারক তাদের এনরোলমেন্ট নম্বর, লিঙ্গ, জন্ম তারিখ, ঠিকানা, মোবাইল অথবা ইমেইল ঠিকানা আপডেট করেন, তবে বায়োমেট্রিক আপডেটের সাথে এটি বিনামূল্যে হবে। আলাদাভাবে এই আপডেট করানোর জন্য ৭৫ টাকা ফি দিতে হবে।

আধার কার্ডধারকরা তাদের পরিচয় ও ঠিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র বা নাম, লিঙ্গ ও জন্ম তারিখের জন্য ডকুমেন্ট আধার পোর্টালে বিনামূল্যে জমা দিতে পারবেন। তবে, এই সুবিধাটি ১৪ জুন ২০২৬ পর্যন্ত বিনামূল্যে থাকবে।

আধার কার্ড রিপ্রিন্টের জন্য এখন ৪০ টাকা ফি দিতে হবে। এছাড়া, আধার কার্ডের জন্য প্রথম আবেদনকারীর জন্য হোম এনরোলমেন্ট সার্ভিসের চার্জ ৭০০ টাকা হবে। একই ঠিকানায় অন্য ব্যক্তিদের জন্য এই চার্জ ৩৫০ টাকা প্রতি ব্যক্তি হবে।

বিশ্বের যেকোন সংকটে প্রথম সহায়ক ভারত ঃ মোদি

নয়া রায়পুর, ১ নভেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বলেন, ভারত সবসময়ই বিশ্বব্যাপী সংকটের সময় প্রথম সহায়ক হিসেবে সামনে আসে এবং বিশ্বের যেকোনো বিপর্যয়ের সময় ভারত নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসেবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

ব্রহ্ম কুমারীদের শান্তি শিখর কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে এক সভায় মোদী বলেন, তাঁর সরকারের মূলমন্ত্র হল দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজ্যের উন্নয়ন। তিনি বলেন, "বিশ্বের কোথাও যখনই সংকট ঘটে, ভারত সবসময় প্রথমে এগিয়ে আসে। ভারত সবসময়ই প্রথম সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।"

তিনি আরও বলেন, 'আমরা এমন এক দেশ যারা প্রতিটি জীবন্ত সত্ত্বায় শিবকে দেখে। আমাদের ঐতিহ্যে প্রতিটি ধর্মীয় আচার শেষ হয় এই প্রার্থনা দিয়ে যে, 'বিশ্বের মঙ্গল হোক, সকল সত্ত্বায় শুভেচ্ছা বজায় থাকুক।"

রাজ্যের উন্নয়ন জাতির উন্নয়নের দিকে পথ নির্দেশিত করে, এবং এই লক্ষ্যে ভারত "বিকসিত ভারত" মিশনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদী আরও বলেন, "এই গুরুত্বপূর্ণ যাত্রায় ব্রহ্ম কুমারীদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আমি আপনাদের সঙ্গে বহু দশক ধরে যুক্ত আছি, আমি এখানে অতিথি নই, আমি আপনাদেরই একজন।"

এইদিনেই, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে মোদী রাজ্যের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানান।

এর আগে, প্রধানমন্ত্রী 'ডিল কি বাত' প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে চাইল্ড হার্ট রোগে আক্রান্ত ২,৫০০ শিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসব শিশুদের সফলভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে "গিফট অব লাইফ" অনুষ্ঠান উপলক্ষে, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শ্রী সত্য সাই সঞ্জীবনী হাসপাতাল, নয়া রায়পুরে। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কারও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে, প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড় রাজত মহোৎসবে যোগ দেবেন, যেখানে রাজ্যের ২৫ বছর পূর্তিতে ১৪,২৬০ কোটি রুপি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। এই প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে সড়ক, শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা ও শক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে। তিনি ছত্তিশগড় বিধানসভার নতুন ভবনও উদ্বোধন করবেন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর মূর্তি উন্মোচন করবেন।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা,২ নভেম্বর,২০২৫ ইং
১৫ কার্তিক, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

উত্তর-পূর্বের সীমান্তে নজরদারিতে কঠোরতা

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে।বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশেষ করিয়া গণ-অভ্যুত্থানের পর, এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলার খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সহ অন্যান্য সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাইতে কড়া নজরদারি চলিয়াছে।বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে সীমান্তে টহল ও নজরদারি বাড়াইয়াছে।ত্রিপুরায় বাংলাদেশ সীমান্তের নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে সাধারণ মানুষের চলাচলে নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ জারি করা হইয়াছে।কাঁটাতারের বেড়া নাই এমন অরক্ষিত সীমান্ত এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হইয়াছে এবং কিছু জায়গায় বেড়া লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।থার্মাল ক্যামেরা, নাইটভিশন ক্যামেরা, সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোন ব্যবহার করিয়া নজরদারি চালানো হইতেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভুটান সীমান্ত জুড়ে ভারতীয় সেনা, নৌসেনা ও বায়ুসেনার সামরিক মহড়ার খবরও পাওয়া গেছে।এই পদক্ষেপগুলি মূলত সীমান্ত পেরিয়ে যেকোনো ধরনের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ করিবার জন্য নেওয়া হইয়াছে। উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তা নিয়া অতি সতর্কতা দরকার। অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচলপ্রদেশ, থাকা নিরাপত্তা এজেন্সিগুলিকে সীমান্তপার অনুপ্রবেশ ও জঙ্গিদের আত্মগোপন নিয়া সতর্ক করিয়াছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। উত্তর-পূর্বে পাকিস্থানি গোয়েন্দা সংস্থা নিয়া আই ও বাংলাদেশের সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডি জি এফ আই নিয়া আগাম সতর্কতা জারি করিয়াছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, পাকিস্থানের সঙ্গে সদ্য সংঘাতের পর চিকেন নেকের নিরাপত্তা বাড়াইয়াছে কেন্দ্র।পূর্বে রোহিঙ্গা মুসলিমদের পাশে আনসারউল্লা বাংলা টিমের মত জঙ্গি সংগঠনের হিংসা-নাশকতা ছড়াইতে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় সীমান্ত দিয়া অনুপ্রবেশের যৌথ পরিকল্পনা করিয়াছে পাকিস্থানি আই এস আই ও পাকপন্থী বাংলাদেশের। কর্তারা, অরক্ষিত সীমান্তে জোর নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বি এস এফকে। বি এস এফও সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করিয়াছে।নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির আশঙ্কা যে, ত্রিপুরা, অসমে জাতি হিংসা-নাশকতা উলফা (স্বাধীন) সহ উত্তর পূর্বের ঘুমন্ত জঙ্গি সেনাগুলিকে জাগানোর চেষ্টা আই এস আই, এদের মদত দিতেছে বাংলাদেশের ইউনুস সরকার।সেনাদের মার্কিন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর অবশ্য বাংলাদেশে ভারত বিরোধী পাকিস্থানপন্থী চিন্তা বাড়িয়াছে,ট্রাম্পের রিপাবলিকান প্রশাসনের তোপে পড়িতে পারেন। বাংলাদেশের তদারকি সরকার, সেনা কর্তারা, এমনকি জামাতে ইসলামির মত পাক শক্তি। কিন্তু এখন মার্কিন মনোভাবে ইউনুস সরকারের অস্বস্তি কাটাইতে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কোন আত্মতুষ্টিতে থাকিতে চাইছেন না, উত্তর-পূর্ব সীম জরদারি ও অনুপ্রবেশ ঠেকাইতে অতি সক্রিয় করা হইতেছে বি এস এফকে। গোয়েন্দা সংস্থা আই বিন কাজের পরিধিও বাড়ানো হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের ভোজন মাতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ প্রকল্পের 'কুক কাম হেলপারদের নিয়ে কুকিং কম্পিটিশন ' অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ অক্টোবর: আজ উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি সিআরসি সেন্টারের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি অন্তর্গত সমস্ত বিদ্যালয়ের ভোজন মাতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ প্রকল্পের 'কুক কাম হেলপার দের নিয়ে কুকিং কম্পিটিশন ' ।অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শিল্পী দাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতি শুক্ল দাস ,সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের এস এম সি কমিটির সদস্য বিনয় দাস ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনির উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক তপন কুমার ভৌমিক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রপুর কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহা। চন্দ্রপুর কলোনির সি আর সির অন্তর্গত ২৫টি বিদ্যালয় ৩২টি ইউনিট(প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি ইউনিটের)কুক কাম হেল্পার বা ভোজন মাতারা এই প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ প্রকল্পের কুকিং কম্পিটিশনের অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী যথাক্রমে মন্দিরা সূত্রধর এবং মৃণাল দেবনাথ।

প্রতিযোগিতায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য অন্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় বিচার পর্ব সম্পন্ন করা হয় ।সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মাতাবাড়ি বিআরসি ''র বিআরপি যথাক্রমে করবী মজুমদার, মল্লিকা মগ ,লিটন দেবনাথ এবং অরুপ দেব। চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় অসীমা পাল লস্কর প্রথম স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় হয়েছেন মুড়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের নিয়তি দেবনাথ এবং তৃতীয় স্থান তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন জুলাই বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের রূপতাজ বেগম। প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম ,দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী হেল্পারদের অর্থাৎ ভোজন মাতাদের হাতে শান্তনা পুরস্কার তুলে দেন চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সির সিআরপি অপুরাম সরকার। প্রথম ,দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানাধিকারীরা আগামী মাসে অনুষ্ঠিতব্য ব্লক ভিত্তিক কুক কাম হেল্পারদের কুকিং কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করবেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চন্দ্রপুর কলোনী সি আর সির সি আর পি অপুরাম সরকার।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচারে মহিলার অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩১ অক্টোবর: খোয়াই জেলার উত্তর সিঙ্গিছড়া গ্রামের বড়বাগাই এলাকার ২৯ বৎসর বয়সী এক মহিলা বিগত তিন মাস ধরে পেটে তীব্র ব্যথায় ভুগছিলেন। এই যন্ত্রণা মহিলার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম করাও মহিলার পক্ষে অসম্ভব হচ্ছিল। তিনি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে গত ২৮ অক্টোবর ২০২৫ খোয়াই জেলা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ এস. কে. দেববর্মার শরণাপন্ন হন। ডাঃ দেববর্মা মহিলার সমস্যাগুলি শুনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলেন। সেই অনুসারে পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাঃ দেববর্মা নিশ্চিত হন যে মহিলা ইনগুইনাল হার্নিয়ায় আক্রান্ত, অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। ডাঃ দেববর্মা তখন মহিলাকে এই রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন।

কিন্তু অস্ত্রোপচারের কথা শুনে খরচের কথা ভেবে মহিলার পরিবার পরিজনেরা চিন্তায় পড়ে যান। তখন চিকিৎসক মহিলার পরিবার পরিজনদেরকে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে অস্ত্রোপচারের কথা জানান এবং বলেন এই প্রকল্পের অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। এই কথা শুনে মহিলার পরিবার পরিজনেরা ভরসা পায়। এদিনই চিকিৎসক মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং ৩০ অক্টোবর ২০২৫ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। তখন ডাঃ এস. কে. দেববর্মার নেতৃত্বে রোগীর অস্ত্রোপচারের জন্য একটি টিম গঠন করা হয়। এই টিমে ছিলেন শল্য চিকিৎসক ডাঃ এস. কে. দেববর্মা, অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা, নার্সিং অফিসার ছিলেন শ্যামলী দেববর্মা, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন শান্ত কুমার ত্রিপুরা ও স্বাস্থ্যকর্মী অরবিন্দ দাস।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উক্ত অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর মহিলা চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এবং দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন।

সারদা সরস্বতী

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী হব না, রসে বশে থাকব।' শ্রীমাও সে কথার সমর্থন করে বলেছেন 'ঠাকুরকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি।' স্বামী উর্জিতানন্দ

সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী। ব্যাপকার্থে জ্ঞান, শিক্ষা, শিখন, কলা, বাক, পদ্য, সঙ্গীত, পবিত্রতা, ভাষা, সংস্কৃতি সবকিছুরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শ্বেতাম্বরা, হংসাসনা মাতা সরস্বতী। প্রাচীন বেদে সরস্বতী নদীর সঙ্গে দেবী সরস্বতীর সরাসরি সম্বন্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে মূলত বাগদেবী হিসাবেই সরস্বতী বন্দনা মুখ্য হয়ে ওঠে। শুভ্রকান্তি দেবীর সাদা রং সত্ত্বগুণের প্রতীক। সরস্বতীর দ্বিভূজা ও চতুর্ভূজা দুই রূপই বর্তমান। দেবীর বিভিন্ন হস্তে ধৃত পুস্তক বেদ তথা জ্ঞানের প্রতীক, জপমালা মনঃসংযম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, জলের পাত্র বিবেক অর্থাৎ ভালো ও মন্দকে পৃথক করতে পারার প্রতীক, পাত্রস্থ জল জ্ঞান ও মুক্তিকে দ্যোতিত করে এবং বীণা সৃষ্টিশীলতার প্রতীক! দেবীর বাহন হংস মহাজ্ঞানীর প্রতীক, যে কিনা জল ও দুধ আলাদা করতে পারে! দেবী ভারতী সকলকে 'ধী' প্রদান করেন।

গায়ত্রী, সাবিত্রী, শক্তিপীঠ শারদাপীঠের 'শারদা দেবী' প্রমুখরা হলেন দেবী সরস্বতীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ! সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে আছে 'ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।/ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।।/ নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ।/ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতুর্বাগ্দেবতা নঃ।।' পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবী ভারতীকে অর্ঘ্য দেওয়া হয় 'ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। / বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।।' আবার মাকে প্রণাম জানিয়ে বলা হয় 'ওঁ জয় জয় দেবীচরাচরসারে কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।/ বীণা রঞ্জিতপুস্তকহস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।।/ ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। / বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মা সারদা সর্বদেবদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগজ্জননী সারদাদেবীর সম্বন্ধে বলতেন 'ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।' 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'দাস তব দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।' স্বামীজির কাছেও শ্রীমা ছিলেন স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপিণী মা সরস্বতী। তাই যেকোনো সঙ্কটেই চরম সমাধানের জন্য স্বামীজি মা সারদারই শরণাপন্ন হতেন এবং নির্দ্বিধায় শ্রীমা প্রদত্ত সমাধানসূত্রকেই মাথায় তুলে নিতেন। আমেরিকা যাবার সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে স্বামীজি শ্রীমায়ের অনুমতি প্রার্থনা করে তাঁকে চিঠি লিখলে শ্রীমা অনুমতি দেন। হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বিবেকানন্দ মন্তব্য করেন, 'আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল; মারও ইচ্ছা আমি যাই।' কবিজিহবাগ্রবাসিনী সরস্বতী সারদার আশীর্বাদে ভুবন বিজয় করে দেশে ফিরে বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ শ্রীমাকে বলেছিলেন, 'মা, আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি।' কুমুদবন্ধু সেন সবিস্তারে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন 'মা তাঁর ঘরের দরজায় সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন।

স্বামীজী তাঁর সামনে এসেই সোজা মাটিতে শুয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। কিন্তু সাধারণ রীতি অনুযায়ী তাঁর পাদস্পর্শ করলেন না। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত আমরা যারা স্বামীজীর পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের কোমল কণ্ঠে বললেন, 'যাও, মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। কিন্তু কেউ তাঁর চরণ স্পর্শ কোরো না। তাঁর এতই করুণা, এতই কোমল তাঁর প্রকৃতি, এতই তিনি স্নেহময়ী যে যখন কেউ তাঁর পাদস্পর্শ করে তিনি তাঁর সর্বগ্রাসী করুণা, সীমাহীন ভালবাসা এবং সমবেদনা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তার যাবতীয় দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নেন। তার ফলে তাঁকে নীরবে অপরের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হয়। ধীরে ধীরে একে একে তাঁর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও। মুখে কেউ কিছু না বলে তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নীরবে তাঁর কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর ও তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা কর। তিনি সর্বদাই অতিলৌকিক স্তরে অবস্থান করেন এবং সকলের মনের কথা জানেন তিনি অন্তর্যামিনী।' স্বামীজি স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'দাদা, রাগ ক'রো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার ক'রে লড়াই ক'রে টাকার যোগাড় করছি মায়ের মঠ হবে। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওই খানটায় আমার গোঁড়ামি।'

শ্রীমা'র স্বমুখে সারদা-স্বরূপ উন্মোচন সর্বদেবদেবীস্বরূপিণ্যৈ শ্রীমা সারদাদেবীও অনেক ক্ষেত্রেই স্বমুখে বলেছেন যে তিনিই মা সরস্বতী! সুরেন্দ্র সেনের অনুরোধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে দীক্ষা দিতে সম্মত হলেও দীক্ষার দিনে স্বামীজি অন্যান্য সকলকে দীক্ষা দেবার পর সুরেন্দ্রকে ডেকে জানালেন, 'ঠাকুর বললেন, আমি তোর গুরু নই; ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন, যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও বড়।' সেসময় সুরেন্দ্র ভেবেছিলেন যে, তিনি অনুপযুক্ত বলে স্বামীজির থেকে দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেলেন না এবং যাতে তাঁর মনে দুঃখ না হয় সেই জন্য স্বামীজি নানাবিধ কথা বলে তাঁকে প্রবোধ দিয়েছেন মাত্র! কিন্তু দিনকয়েক পরেই সুরেন্দ্র রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি ঠাকুরের কোলে বসে আছেন এবং এক উজ্জ্বল দেবীমূর্তি তাঁকে বলছেন, 'একটি মন্ত্র নাও।' সুরেন্দ্র সেই বিষয়ে অনাগ্রহী হলেও সেই দেবীমূর্তি মন্ত্র নিতে জোর করতে লাগলে সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?' সেই দেবীমূর্তি 'আমি সরস্বতী' বলেই দীক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করলেন। অতঃপর সুরেন্দ্র পুনরায় যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'এতে কি হবে?' তখন উত্তর এল, 'কবি হতে পারবি।' এই কথা শুনে সুরেন্দ্র অবজ্ঞা করে বলে বসেন, 'আমি কবি হতে চাই না।' দেবীমূর্তি তখন বুঝিয়ে বললেন, 'কবি মানে জানিস? কবি মানে জ্ঞানী।' এরপর সেই দেবীমূর্তি জপ করবার প্রণালী নির্দেশ করে অন্তত ১০৮ বার জপ করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর প্রায় নয় বছর অতিক্রান্ত। শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রেরণায় শ্রীশ্রীমা'কে দর্শন করতে সুরেন্দ্র তিন—চার দিনের জন্য জয়রামবাটী যান। দ্বিতীয় দিন মা তাঁকে দীক্ষার কথা বলেন এবং তৃতীয় দিন লক্ষ্মী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীমা তাঁকে দীক্ষা দেন। দীক্ষার সময় মা তাঁর ডান হাত সুরেন্দ্রবাবুর মাথায় এবং বাম হাত চিবুকে রেখে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মায়ের দেওয়া মন্ত্র শুনে সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল পূর্বে দৃষ্ট সেই স্বপ্ন দর্শনের কথা স্মরণ করে ক্ষণিকের জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। প্রকৃতিস্থ হবার পর যখন তিনি দেখলেন যে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্তি ও মায়ের মূর্তি এক। তখন তিনি সেই কথা মাকে বলার চেষ্টা করতেই মা স্বয়ং বললেন, 'কেন, মিলছে না? ঠিক মিলেছে তো?'

'অনন্তরূপিণী অনন্ত গুণময়ী' শ্রীমা সারদার জীবনে বিদ্যাদায়িনী রূপ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল নানা রূপে, নানা রঙে, নানা রসে! বহুধা বিচ্ছুরিত সেই বর্ণালির পৃথক পৃথক রূপগুলি নিয়ে আলোচনা করলে সরস্বতীরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের যে যুগন্ধর মাতৃমূর্তি মহাকালের শাশ্বত ক্যানভাসে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেগুলি হল

১) জ্ঞানপ্রদায়িনী মা শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়।' তাই শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরও গিরিশবাবু অভিনয় ছাড়েননি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অসারতা ও নিজের অন্তর্লীন বৈরাগ্যের প্রেরণায় গিরিশবাবু অস্থির হয়ে ওঠেন এবং ১৮৯১ সালে যখন তিনি জয়রামবাটী যান, তখন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সকাতরে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অনুমতি চেয়ে বসেন। কিন্তু মা খুব ভালো করেই জানতেন যে, রামকৃষ্ণ লীলানাট্যে গিরিশবাবুর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, বাহ্যসন্ন্যাস 'ভক্ত-ভৈরবে'র জন্য নয়! তাই গিরিশবাবুর নানান অনুরোধ উপরোধেও মা তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেননি। গিরিশবাবুও ভগবতীর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে ঠাকুরের স্মরণ-মনন ও শিক্ষা-পুস্তক প্রণয়নাদি কাজেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। আর তাঁর যাবতীয় সারস্বত সেবার প্রেরণা ছিলেন 'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 'ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রী' মা সারদা সরস্বতী! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রচনা ও পুস্তকরূপে প্রকাশের প্রাক্কালে কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে শ্রীমা ১৮৯৭ সালের ৪ জুলাই আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, 'বাবাজীবন, তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। একসময় তিনি তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনি প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।' 'বর্ণেশ্বরী' শ্রীমায়ের অশেষ আশীর্বাদ ও অনন্ত উৎসাহ প্রেরণাই ছিল মহেন্দ্র গুপ্তের সাফল্যের সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থ রচনার মূল চাবিকাঠি! শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন শ্রীমাকে পুঁথি পড়ে শোনান, আর 'শ্রবণান্তে মাতা তবে কৈল আশীর্বাদ।/নির্বিঘ্নে সমাধা পুঁথি পূর্ণ হবে সাধ।' পুঁথি পাঠ করে স্বামীজি ১৮৯৫ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকে চিঠিতে পাঠ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লিখেছিলেন, 'শাঁকচুন্নি (অক্ষয় কুমার সেনকে শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রীতিতে স্বামীজি এই নামেই সম্বোধন করতেন) যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে, তাহা পরম সুন্দর। কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাদোষ। দ্বিতীয় edition—এ শুদ্ধ করিতে বলিবে।' স্বামীজির যথাযথ পরামর্শে তাঁর প্রিয় 'শাঁকচুন্নি' পুঁথির দ্বিতীয় সংস্করণে শক্তির জয়গাথা অর্থাৎ গুরুমাতা সারদাদেবীর বন্দনা যুক্ত করে লিখেছিলেন, 'জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী।/রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী।' মা সারদা বলতেন, 'সাধু ভাল, বিদ্বান সাধু আরও ভাল। যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতির দাঁত।' একদিন শ্রীমা তাঁর কয়েকজন সন্তানকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন, সেখানে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমা স্বামী মাধবানন্দ মহারাজকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই ছেলেটি কবি হবে। কবি মানে জানো? কবি মানে জ্ঞানী।' বাস্তবিক সরস্বতী সারদার আশীর্বাদে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ শাস্ত্রে সুগভীর পণ্ডিত, আধ্যাত্মিকতায় সুমহান সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছিলেন! রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে তাঁর প্রজ্ঞানিস্নাত বিচক্ষণতা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়ে আছে! প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং মহামায়াই তো 'বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা' হয়ে সকলকে পরিচালিত করেন, আর সরস্বতীরূপিণী মা সারদার অনন্ত কৃপায় স্বামী মাধবানন্দ 'যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতির দাঁত' হয়ে উঠেছিলেন! শ্রীমা নিজে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সাধুদের ইংরাজি শিখতেও উৎসাহ প্রদান করতেন, যাতে সন্ন্যাসীরা পাশ্চাত্য ভক্তদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারেন এই কারণে শ্রীমা এমনকি ইংরাজি শেখার জন্য শিক্ষক নিয়োগও করেছিলেন।

২) নারী শিক্ষার আলোকবর্তিকা নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নেও শ্রীমা ছিলেন আলোকবর্তিকা স্বরূপ। ভগিনী নিবেদিতার নারী বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা হয়েছিল সরস্বতীস্বরূপা মা সারদার মাধ্যমেই, তিনি দু'হাত তুলে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। হর্ষিত আনন্দে নিবেদিতা জানিয়েছিলেন, 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারী জাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।' এক স্ত্রী-ভক্তের অবিবাহিত পাঁচটি কন্যার জন্য দুশ্চিন্তা করার প্রেক্ষিতে মা বলেছিলেন, 'বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কী হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও-— লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।' সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী গৌরী মাকে শ্রীমা বলেছিলেন, 'মেয়েদের বুঝিয়ে দিও, তারা কেবল থোড়বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়িথোড় করতে এ-জগতে আসেনি।' মা সারদার অমোঘ আশীর্বাণী ছিল 'গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যন্ত যে উসকে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।' ৩) যুক্তিনিষ্ঠা অনুক্ষণ মানসিক সচেতনতা (Mental Alertness), চারপাশের জীবন-জগৎ সম্বন্ধে সদাজাগ্রত ভাব, অন্তর্লীন আধ্যাত্মিকতা ও চূড়ান্ত বাস্তববাদিতার নিরুপম সমন্বয়ের পরাকাষ্ঠা ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী, তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই আধুনিক। সদা শান্ত, লজ্জাপটাবৃতা হলেও বাস্তব বুদ্ধিতে শ্রীমা ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী। তিনি বলতেন, 'দেখ মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই।' নানাবিধ দুরূহ, অনতিক্রম্য, আপাত জটিল জাগতিক সমস্যার প্রশ্নাতীত ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতিমূর্তি ছিলেন রামকৃষ্ণগতপ্রাণা মা সারদা। সে কারণে, শুধু গৃহী ভক্তরাই নন স্বামীজি ও তাঁর গুরুভাইয়েরাও নানাবিধ সমস্যায় শ্রীমায়ের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং মাতৃপ্রদত্ত সমাধানসূত্রকে শর্তহীন আনুগত্যে গ্রহণ করেছেন। বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজার সময়ে স্বামীজির মনে তন্ত্রোক্ত আচার যথাবিধি পালন করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মা সামগ্রিকভাবে পূজা করার ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ করেও বলেছিলেন, 'তবে বাবা, বলি দিও না, প্রাণী হত্যা কোরো না। তোমরা হলে সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।' বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দের কথাতেও যদি কারও কখনও সংশয় হতো সেক্ষেত্রে শ্রীমা-ই হয়ে উঠতেন শেষ বিচারের চূড়ান্ত বাণী! স্বামীজির নিষেধ সত্ত্বেও একদা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গোপনে দ্বৈত পূজার আচারাদি পালন করা হচ্ছে জানতে পেরে স্বামীজি খুবই বিরক্ত হন। সেসময় কেউ কেউ শ্রীমার হস্তক্ষেপ ও মতামত প্রার্থনা করলে শ্রীশ্রীমা পত্রযোগে তাঁর মতামত জানিয়ে লিখেছিলেন, 'তোমাদের গুরু অদ্বৈত, তোমরা অবশ্যই অদ্বৈত।' অর্থাৎ তিনি স্বামীজির মতেই মত দিয়ে বলেছিলেন, অদ্বৈত আশ্রমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি না হওয়াই কাম্য। বেলুড় মঠে একজন পাচক বারংবার চুরি করে ধরা পড়লে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বিরক্ত হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেন, কিন্তু পরম করুণাময়ী শ্রীমা তাঁকে পুনর্বহাল করার আদেশ দিলে মায়ের বাবুরাম বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিয়েছিলেন। কথামৃতকার মাস্টারমশাইয়ের একটা ধারণা ছিল যে, সাধনভজন করে ঈশ্বরলাভ না করে সমাজসেবায় ব্রতী হওয়া ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ নয়। শ্রীশ্রীমা একদা কাশী সেবাশ্রমে গিয়ে নরনারায়ণের সেবা দেখে খুব খুশি হয়ে মন্তব্য করেন, 'দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।' তখন মাস্টারমশাই মন্তব্য করেছিলেন, 'আর অস্বীকার করবার জো নেই।' শিবাবতার স্বামীজি নিজ গুরু 'চির-উন্মদ- প্রেম-পাথার' শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও 'করুণা- পাথার-জননী' সারদার মতই মানুষের প্রতি 'ভালবাসায় আন্ডিল' হয়ে গিয়েছিলেন। তাই কলকাতায় মহামারী প্লেগের সময় সেবাকার্যের জন্য যখন প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব দেখা দেয়, সেই সময় স্বামীজি তাঁর প্রাণপ্রিয় বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সেই ক্রান্তিকালে স্বামীজির সুতীব্র প্রেমোন্মত্ততায় লাগাম দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীমা। যে মহাশক্তি মানববুদ্ধির অগম্যা, কিন্তু যিনি কৃপা করে সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা হন সেই সারদা সরস্বতী স্বামীজিকে বলেছিলেন, 'সে কি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সঙ্কল্প করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ, তোমার ও-সব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়? বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই শেষ হয়ে যাবে? তাঁর কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এইভাবে চলবে।' যদিও শ্রীমায়ের কৃপায় পরে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান হয়ে যায় এবং তাঁরই কৃপায় আজও বেলুড় মঠ যুগযুগ নররূপী নারায়ণের সেবা করে চলেছে। শ্রীমায়ের যুক্তিনিষ্ঠার আড়ালে অনন্ত প্রেমে বেহিসাবি এক মাতৃহৃদয় সদাই বিরাজিতা ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিরন্ময় যুক্তিনিষ্ঠা ও মানুষের প্রতি সুগভীর ভালোবাসায় মা সারদা এমনতর সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, যা দেশ-কাল ছাপিয়ে অতি আধুনিক মানুষদেরও ভাবনার অতীত ছিল। জনৈক ব্যক্তির উপপত্নীর প্রতি সেবায় মুগ্ধ হয়ে মা সারদা বলেছিলেন, 'কি সেবাটাই করেছে, মা, এমন দেখিনি! একেই বলে সেবা, একেই বলে টান!' আবার কোয়ালপাড়ায় এক ডোমের মেয়ের উপপতি তাকে ছেড়ে চলে গেলে তাকে মা বলেছিলেন, 'ও তোমার জন্য যথাসর্বস্ব ফেলে এসেছে; এতকাল তুমি ওর সেবাও নিয়েচ; এখন যদি একে ত্যাগ কর, তোমার মহা অধর্ম হবে নরকেও স্থান হবে না।' শ্রীমাকে ভক্ত সন্তানের খাওয়া এঁটো পরিষ্কার করতে দেখে গোলাপ মা আপত্তি জানালে, শ্রীমা সঙ্কোচহীন দৃঢ়তায় বলে ওঠেন, 'শুদ্দুর কে, গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?' জ্ঞান ও প্রেমের শাশ্বত জারণে মথিত এই সকল ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় সাক্ষাৎ ভগবতী ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে এইরকম সুগভীর যুক্তিনিষ্ঠা ও সুতীব্র প্রেমের যুগলবন্দি ঘটা সম্ভব নয়।

৪) সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা শরীর ধারণ করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে যে দিব্যলীলা করে গিয়েছিলেন, সেই লীলাখেলার মূল কারণ কী ছিল? তাঁর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্যই বা কী ছিল? এই বিষয় নিয়ে একবার ভক্তদের মধ্যে আলোচনা চলছেনানাবিধ মতের মধ্যেই একসময় 'সর্বধর্ম সমন্বয়ে'র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। এই বিষয়ে শ্রীমায়ের মত জানতে চাওয়া হলে সরস্বতীস্বরূপিণী মা সারদা তাঁর অপূর্ব সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'সমন্বয় ভাল বটে, তবে ঠাকুর এসেছিলেন ত্যাগের ভাব দেখাতে তিনি (ঠাকুর) যে মতলব করে সমন্বয় প্রচার করেছেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় না। তিনি ত্যাগের ভাবই দেখিয়েছেন প্রচার করেছেন।' তিনি যেহেতু স্বয়ং সর্বজ্ঞা, ব্রহ্মবাদিনী, সকল ভাবনার উৎসস্বরূপা ছিলেন, তাই অনায়াসে যেকোনো ঘটনার ভাবার্থ ও সারার্থ গ্রহণে পারঙ্গম ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি স্থাপনার উদ্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন চোদ্দ দফা সন্ধিশর্ত ঘোষণা করলে জ্ঞানী-গুণী বহু মানুষ তার নানাবিধ পর্যালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শ্রীমার মন্তব্য ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'ওরা যা বলে, ওসব মুখস্থ। যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।' পরবর্তীকালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে এই জাতীয় শান্তিচুক্তি ও তার শর্তাবলী কতটা প্রাণহীন-কৃত্রিমতায় ভরা হয়ে থাকে। আর এই ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের দৈবী দূরদর্শিতা ছিল বিস্ময়করভাবে অভ্রান্ত! আবার প্রাচ্য দেশে জন্মে ও তথাকথিত শিক্ষার আলোয় আলোকিত না হয়েও সর্বভূতান্তরবাসিনী মায়ের মধ্যে সার্বজনীন আন্তর্জাতিকতা বোধ ছিল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সর্বগ্রাহী উদার মন দিয়ে মা ভিন্ন সংস্কৃতির আচারাদি ও তার অন্তঃস্থ নির্যাসও অনায়াসে গ্রহণ করতে পারতেন। একবার ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিন খ্রিস্টান বিবাহপ্রথা অভিনয় করে দেখানোর সময় বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, 'সম্পদে-বিপদে, ঐশ্বর্যে-দারিদ্রে, রোগে-স্বাস্থ্যে যতদিন মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে।' এই শাশ্বত বাক্য শুনে চমৎকৃত মা সারদা বলে ওঠেন 'আহা, কী ধর্মী কথা! কী ন্যায়পূর্ণ কথা!' ১৯১৭ সালের দুর্গাপূজার সময় শ্রীমা স্বামী ঈশানানন্দ মহারাজকে ভাইপো-ভাইঝিদের জামাকাপড় কেনার ভার দিলে স্বদেশি ভাবাপন্ন মহারাজ দেশি মিলের কাপড় কিনে নিয়ে যান। কিন্তু ওই মোটা কাপড় অন্যদের অপছন্দ হলে তারা বিদেশি মিহি কাপড়ের ফরমাশ করতে থাকেন, আর তাতে বিরক্ত হয়ে মহারাজ বলেন, 'ওসব তো বিলিতি হবে, ও আবার কি আনব?' শ্রীমা হাসতে হাসতে বলেন, 'বাবা, তারাও (বিলাতের লোকেরা) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন বলছে, তাই সব এনে দাও। এদেরকেও (নলিনী দি, মাকু দি) মনটি বুঝে আমায় চলতে হয়। আমাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়, বাবা।' কিন্তু পরবর্তীকালে বিলিতি দ্রব্য কেনার হলে শ্রীমা ঈশানানন্দ মহারাজকে না বলে অন্য কাউকে দিয়ে কাপড় আনাতেন, কারণ কারোর ভাবে আঘাত দেওয়াটা তাঁর একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

৫) অন্যান্য শিল্পকলার সমর্থক দেবী সরস্বতী পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন গান্ধর্ব বিদ্যারও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মা সারদাও সঙ্গীত, অভিনয়, শিল্পকলা ইত্যাদির গুণগ্রাহী ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নির্দেশে অপরেশচন্দ্র মজুমদার 'রামানুজ' নাটক রচনা করেন এবং স্বামী অম্বিকানন্দ তাতে সুরারোপ করেছিলেন। সেকালে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা থিয়েটারে যেহেতু অভিনয় করতেন না, তাই 'রামানুজ' যখন মঞ্চস্থ হয় সেখানে অভিনয় করেছিলেন পতিতা অভিনেত্রীরা। কিন্তু যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ 'ত্যাজি জাতি কুলমান' হয়ে স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখতে গিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই মা সারদাও থিয়েটারে 'রামানুজ' নাটক দেখতে যান। তারাসুন্দরী, নীরদাসুন্দরী প্রমুখ অভিনেত্রীদের তিনি দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারাসুন্দরীকে তো 'আয় মা, আয়' বলে আদর পর্যন্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে তারাসুন্দরীর কাছে মা গান শুনতেও চেয়েছিলেন। শ্রীমা ছিলেন কর্মাধীশ ভগবতী, তাই তাঁর মধ্যে কর্মাধীন মানুষের ন্যায় জাগতিক সংস্কার ছিল না। তিনি স্বমুখেই বলেছেন, 'তখন, মা, যাত্রা কথকতা এইসব ছিল। আমরা কত শুনেছি।' দুর্গাপুরী দেবীর বয়ানে জানা যায়, 'মাতাঠাকুরাণী সঙ্গীতানুরাগিণী ছিলেন, নিজেও গাহিতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠ ছিল অতি মধুর, কিন্তু পাছে কেহ শুনিতে পায় এইজন্য নিম্নকণ্ঠে গাহিতেন।' স্বরত্মিকামা সারদা নিজেও বলেছেন, 'গানের তুল্য কি জিনিষ আছে? গানে ভগবানকে পাওয়া যায়।' সেকালের প্রথিতযশা গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর গান শুনে শ্রীমা যেমন বিভোর হয়েছেন, ঠিক তেমনি মাতৃসেবক স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, পুলিনচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, লক্ষ্মী দিদি প্রমুখদের ঘরোয়া ভক্তিসঙ্গীত শুনেও শ্রীমা সমআনন্দে আত্মস্থ হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন সোহরাব মোদী যিনি যৌবনে শ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন।

৬) কৌতুক ও রঙ্গপ্রিয়তা তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি বিখ্যাত শ্লোক 'রসো বৈ সঃ' যার অর্থ হল, ব্রহ্ম (ঈশ্বর) আনন্দস্বরূপ বা রসের আধার। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী হব না, রসে বশে থাকব।' শ্রীমাও সে কথার সমর্থন করে বলেছেন 'ঠাকুরকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি।' সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী লিখছেন, 'ঠাকুর সংসারকে মজার রসে রসিয়ে দেখতেন। তাঁর কাছে এলে মানুষ না হেসে পারত না। সকলে ফিরে যেত প্রসন্নতা নিয়ে। গভীর রসের সঙ্গে হাসির রসের মিলন এ এক রেয়ার কম্বিনেশন। আমরা গুরু বলতে বুঝি তিনি ২৪ ঘন্টার গুরু মশাই। আর আমার এই ঠাকুর ২৪ ঘন্টার আপনজন।' এই একই কথা মায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং মা সারদাকে বলেছেন 'আনন্দময়ী'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুসারে ভগবান তিনটি আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পান সন্ধিনী (অস্তিত্বের শক্তি), সম্বিত (জ্ঞানের শক্তি) ও হ্লাদিনী (আনন্দের শক্তি)। হ্লাদিনী শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর নিজে আনন্দ অনুভব করেন এবং সেই আনন্দ ভক্তদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার লীলায় শক্তিস্বরূপিনী সারদা ছিলেন অনন্ত আনন্দের উৎসবিন্দু যেখান থেকে উৎসারিত আনন্দধারা অবতার পুরুষ ও তাঁর আগত-অনাগত সকল ভক্তদের প্রেম-প্রীতির ঊর্জিতা স্রোতে স্নাত করেছে। শুধুমাত্র সত্তাগতভাবেই নয়, বাস্তব আচরণেও শ্রীমার মধ্যে সম্বিত শক্তি ও হ্লাদিনী শক্তির যুগল সম্মিলন প্রকাশ পেয়েছে অহরহ!

উপসংহার স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে সারদা সরস্বতীর সম্বন্ধে লেখছেন, 'এই অখণ্ড শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ করা চলে না; কারণ আমাদের সসীম বুদ্ধি অসীমকে ধরিতে পারে না। আমাদের ধারণাশক্তির অক্ষমতাবশতঃ আমরা শ্রীমাকে জননী, গুরু, দেবী ইত্যাদির অন্যতমরূপে ভাবিতে চেষ্টা করি; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, এই লোকাতীত জীবনে গুরু, দেবী ও মাতা এই ত্রিবিধ রূপই অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। যখনই আমরা তাঁহাকে জননীরূপে পাই, তখনই আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে তাঁহার অমোঘ জ্ঞানদায়িনী শক্তি; যখনই তাঁহাকে দেখিতে চাই গুরুরূপে, তখনই তিনি মাতৃরূপে আমাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লন; আবার গুরু ও জননীরূপে তাঁহাকে ধরিতে গিয়া দেখি তিনি সমস্তের ঊর্ধ্বে দেবীরূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।' শান্তিদা-মোক্ষদা-বরদা-জ্ঞানদা সারদেশ্বরী সকল জীবকে শুরুতে অপরা এবং অন্তিমে পরাবিদ্যার জ্ঞান প্রদান করে ভবসাগর পার করে দেন তাই তিনি 'ভবতারিণী', তিনি 'সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী' সারদা সরস্বতী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহাশক্তি সংঘ গৃহে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

আজ উত্তর যোগেন্দ্রনগর মহাশক্তি সংঘ গৃহে পূর্ব যোগেন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর উদ্যোগে এবং মহাশক্তি সংঘের সার্বিক সহযোগিতায় এক দিনের স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে ডাক্তার সত্রজিতা রায়, ডাক্তার সুজিত ভৌমিক, ডাক্তার একন্তা ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে দেড় শতাধিক মানুষ বিনামুল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা পরিসেবা গ্রহন করা হয়।

আর বি এস কে কর্মসূচির মাধ্যমে হৃদরোগের চিকিৎসা করে প্রসেনজিৎ এখন সুস্থ

বিশালগড়, ৩১ অক্টোবর: স্বাস্থ্যই সম্পদ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অগ্রগতি ও প্রসারে সমাজের অন্তিম দুঃস্থ ব্যক্তিরাও যাতে উপকৃত হয় সে উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ও উন্নত ভবিষ্যতের নিরিখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানাবিধ প্রকল্প চালু রয়েছে এবং এর সার্থক বাস্তবায়নও ঘটছে।

শিশু, কিশোর ও প্রাপ্ত বয়ষ্ক সহ সকল অংশের মানুষ উপকৃত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন রাজ্যের উন্নত পরিষেবায় অঙ্গীভূত হয়ে। এরমধ্যে একটি অন্যতম প্রকল্প হলো রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম"। যার উদ্দেশ্য-স্ক্রীনিং, জন্মগত ত্রুটি, রোগ, ঘাটতি এবং দেরীতে বিকাশ প্রভৃতির প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্নয় ও বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা প্রদান করা। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম কর্মসূচিতে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মোহনভোগ এলাকার ১১ বছর বয়সের শিশু প্রসেনজিৎ মন্ডল রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় উপকৃত হয়ে সুস্থ জীবন যাপনে ফিরে এসেছে।

প্রসেনজিৎ মন্ডলের পিতা চন্দন মন্ডল পেশায় একজন দিন মজুর। মা অপর্ণা মন্ডল ও দিদি অম্পিকা মন্ডল জানান, দিন আনি দিন খাওয়া অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে কোনোভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু একমাত্র পুত্র প্রসেনজিৎ মন্ডলের শারীরিক অসুস্থতা সবসময় লেগেই থাকতো। শুরু হয় বুক সম্পর্কিত যন্ত্রনা, অস্বস্তি, ক্লান্তি আর শারীরিক জীর্নতা। কষ্ট করে প্রাইভেট চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাওয়া ও পরামর্শের মাধ্যমে জানতে পারলেন একমাত্র পুত্র ১১ বছরের প্রসেনজিৎ মন্ডল জন্মের পর ক্ষেত্রেই হৃদজনিত রোগে আক্রান্ত। চন্ডীপুর এস বি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত প্রসেনজিৎ কে নিয়ে বাবা, মা ও দিদি সকলে চিন্তিত। যাদের আর্থিক দুর্বলতার কারণে বহিঃ রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া অসম্ভব। গত ২০২৩ সালের ১০ নভেম্বর চন্ডীপুর এস বি স্কুলে সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য কার্য্যালয়ের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রম-এর অঙ্গ হিসেবে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় এবং তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক টিংকু দাস সনাক্ত করেন ১১ বছরের প্রসেনজিৎ মন্ডলের রয়েছে সি এইচ ডি রোগ। চিহ্নিত হওয়ার পর আগরতলার আই জি এম হাসপাতালে ইকোকর্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে আই জি এম হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রসেনজিৎকে আর বি এস কে অনুমোদিত হাসপাতাল অ্যাপোলো চিলড্রেন হাসপাতালের পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। প্রসেনজিৎ এর পরিবার রাজ্যেই চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর্থিক দুর্বলতার কারণে বহিঃরাজ্যের কথা ভাবেনওনি। পরবর্তীতে সিপাহীজলা স্বাস্থ্য কার্য্যালয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ও চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় সহায়তায় আর বি এস কে এবং আই এল এস হাসপাতাল এর যৌথ উদ্যোগে এ বছরের ২৪ এপ্রিল আয়োজিত একটি সি এইচ ডি শিবিরের মাধ্যমে প্রসেনজিৎ মন্ডলকে আই এল এস হাসপাতালে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এরপর এবছরের ২৯ এপ্রিল প্রসেনজিৎকে ছুটি দেওয়া হয় অস্ত্রোপচার সফল হওয়ার পর ও শারীরিক সুস্থতা ফিরে আসার পর। পরবর্তী সময়ে এবছরের ১৪ অক্টোবর আর বি এস কে এর মেডিক্যাল টিম প্রসেনজিৎ এর বাড়ি পরিদর্শন করে দেখেন যে সেএখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। সাক্ষাতে প্রসেনজিৎ এর মা অপর্ণা মন্ডল জানান, প্রসেনজিৎকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করতে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। তাই তিনি এবং তার পরিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, আর বি এস কে টিম এবং রাজ্য সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। আর বি এসকে কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সফল অস্ত্রোপচার এবং ওষুধ ও যাবতীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সমাজের সকল অংশের মানুষের মানে আস্থা ও বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণের লক্ষ্যে জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আলু চাষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ী, ৩১ অক্টোবর: কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে সফল করে তুলতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তর। ধান কাটার পরবর্তীতে বর্তমানে শুরু হয়েছে আলু চাষের মরশুম। এই প্রেক্ষাপটে আলু চাষের ফলন ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আজ জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসের তত্ত্বাবধানে জোলাইবাড়ী মহকুমার তিনটি স্থানে মোট ৪৫০ জন কৃষককে এআরসি পদ্ধতিতে উন্নত মানের আলু চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, "বিগত বছরের তুলনায় এই বছর আলু চাষীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ৪৫০ জন চাষীর মধ্যে ৪০০ জনকে ৪০ থেকে ৪৫ কেজি করে উন্নত মানের আলুর বীজ এবং বাকি ৫০ জনকে ৫০০টি করে আলুর চারা প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রত্যেক চাষীকে তিন হাজার টাকা করে সরকারি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।"

তত্ত্বাবধায়ক আরও বলেন, "কৃষি দপ্তরের মূল লক্ষ্যচাষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আলু চাষীদের আয় দ্বিগুণ করা।"

এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নাগিছড়া কৃষি দপ্তর থেকে আগত দুইজন প্রশিক্ষক উপস্থিত থেকে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান অশোক মগ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি জয়দেব দত্ত দাসসহ অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষ্মীটিলার অবহেলিত রাস্তা, সংস্কারের অপেক্ষায় স্থানীয়রা

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর: বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না গোলাঘাটি বিধানসভার শ্রীনগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লক্ষ্মীটিলার মানুষ। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সময়ে নির্মিত সেই রাস্তা আজও সংস্কার হয়নিবাম আমল হোক কিংবা বর্তমান রাম আমল, দু'দলই এলাকাবাসীর প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রতিদিন এই ভাঙাচোরা রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বর্ষার সময় কাদা ও জলজমে রাস্তা একেবারে অচল হয়ে যায়। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষসবারই ভোগান্তির শেষ নেই। জরুরি প্রয়োজনে অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও হয়ে দাঁড়ায় এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।

লক্ষ্মীটিলার স্থানীয়রা জানান, বহু বছর ধরে এই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসা হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভোট শেষ হলেই সব ভুলে যান স্থানীয় নেতৃত্ব রা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ বিষয়টি প্রশাসনের কাছে একাধিকবার জানিয়েছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। এই রাস্তা শুধু লক্ষ্মীটিলা নয়, আশপাশের কয়েকটি গ্রামকেও শহরের সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে, এটি সংস্কার হলে পুরো এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। সরকারি প্রকল্পের নানা উন্নয়নের দাবির মাঝেও লক্ষ্মীটিলার এই রাস্তা যেন অবহেলার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়দের আশাএইবার হয়তো প্রশাসনের নজর পড়বে তাঁদের দীর্ঘদিনের যন্ত্রণার পথে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় উইমেন্স কলেজে আধুনিক ভারতের রূপকার লৌহ মানব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর: যথাযোগ্য মর্যাদায় উইমেন্স কলেজে আধুনিক ভারতের রূপকার লৌহ মানব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন করা হয়। ভারত সরকার ১৭ই অক্টোবর থেকে ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত নানা ধরনের কর্মসূচি পালনের কথা ব্যক্ত করেছেন। তারেই অঙ্গ হিসেবে উইমেন্স কলেজ এনএস এস ইউনিট ও নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ১৯শে অক্টোবর প্যাটেলের জীবন দর্শনের উপর করা হয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন। ২৮শে অক্টোবর আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে নেওয়া হয় শপথ। শপথ বাক্যটি পাঠ করান অধ্যাপিকা মুনমুন দাস। তাছাড়া ৩১শে অক্টোবর সর্দার প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা সঞ্চিতা রিয়াং সহ অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা গন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা রত্নাবলী রায় সেনগুপ্ত। এদিন ত্রিপুরা সরকার ঐক্যের যে পদযাত্রার আয়োজন করেছিল, তাতে এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীরা ভারত বর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ সংস্কৃতি তুলে ধরে উ অর্থাৎ ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের মধ্যেই যে ঐক্যের মূল সুরে বাধা এই বার্তাকেই সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে উ তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ গন উ সমগ্র কর্মসূচিটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য্য

E-Tender Notice

E-tender are invited from registered OEM (Original Equipment Manufacturer) or authorized dealer of Electric Vehicle (EV) for supplying of 500 nos. Electric Auto-Rickshaw to Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura, Agartala, West Tripura.

D'NI e-T No.:	TWD_e-Tender_2025-26_5
Name of Work:	Selection of agency for supply of 500 nos. electric auto-rickshaw.
Estimated cost:	₹20.00 Crore
Contract Period:	90 (ninety) days from the date of issue of work/ supply order
Earnest Money:	₹ 1.00 crore
Last time and date of submission of bid:	19/11/2025 upto 4:30 PM

All details may kindly be seen at https://tripuratenders.gov.in.
ICA/C/ 2809/25

(Subhasis Das, TCS, SSG)
Director of Tribal Welfare Govt. of Tripura

নব নিযুক্ত এমপিডব্লিউ-দের একদিনের ওরিয়েনটেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর: পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের উদ্যোগে নব নিযুক্ত মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার বা এমপিডব্লিউ-দের নিয়ে আজ একদিনের এক ওরিয়েনটেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রোগ্রামে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধীন রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নব নিযুক্ত মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার বা এমপিডব্লিউ-দের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস।

এরপর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং নিজ নিজ এলাকার মধ্যে এমপিডব্লিউ-দের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, সে সব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর ডাঃ তপন মজুমদার এবং পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ সৌমিত্র মল্লিক ও ডাঃ নির্মল সরকার। এছাড়াও উক্ত প্রোগ্রামে রিসোর্স পার্সনগণ স্লাইড শো প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার বা এমপিডব্লিউ-দেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সনদের মধ্যে ছিলেন এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (ডাঃ) অপরাজিতা পাল, আইজিএম হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অসীম রায়, আইজিএম হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিতীশ দাস, জাতীয় পতঙ্গ বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ অভিজিৎ দাস, ডাঃ শ্রীবাস দেববর্মা, জাতীয় টি বি নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের ডাঃ অমিত দেববর্মা প্রমুখ। এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে মূলত মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার বা এমপিডব্লিউ-দের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কী কীদায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধীন যে সমস্ত কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে পালন করার জন্য বলা হয়।

নলছড়ে সিপিআই(এম)-এর বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা নানাবিধ দাবিতে সরব কর্মী-সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩১ অক্টোবর: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নলছড় অঞ্চল কমিটির আহ্বানে আজ নলছড় বাজারে এক বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় আড়াই বছর পর এই প্রথম নলছড় এলাকায় এমন বৃহৎ আকারের রাজনৈতিক মিছিল অনুষ্ঠিত হলো।

মিছিলটি নলছড় বাজার থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে সিপিআই(এম) পার্টি অফিসের সামনে এসে পথসভায় পরিণত হয়। পথসভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টির অঞ্চল সম্পাদক প্রণব দেবনাথ। সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তপন দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা কমিটির সদস্য বিকাশ দাস, অপরণা দেবনাথ সহ অন্যান্য পার্টি নেতৃত্ব।

সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, নলছড় ও আশেপাশের এলাকায় রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, পানীয় জলের সংকট এবং কৃষি ক্ষেত্রের জলের উৎসগুলির অবহেলা আজ চরমে পৌঁছেছে। তাঁরা দাবি তোলেন দ্রুত নলছড়ের রাস্তাগুলি সংস্কার করতে হবে, প্রতিটি গ্রামে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করতে হবে, কৃষিজলের উৎসগুলিকে পুনরুদ্ধার ও মেরামত করতে হবে।

এছাড়াও স্মার্ট মিটার বাতিল, জিরানিয়া এলাকায় নেশা কারবারে যুক্তদের গ্রেপ্তার এবং তথাকথিত "চোরাচালান কাণ্ডে" অভিযুক্ত মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কারের দাবিও তোলেন বক্তারা।

মিছিল ও পথসভায় এলাকার শতাধিক কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। বক্তাদের বক্তব্যে প্রশাসনের ভূমিকা ও সরকারের উদাসীনতা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়। সভার শেষে কর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে নলছড় বাজার মুখরিত করে তোলেন।

Short Notice Inviting Quotation

Sealed Bids (Designs and rate) are invited in separate envelop (technical & financial) from empanelled agency(ies) Institution as empanelled by the Ministry of Culture vide No.12-5/2023-ZCC, dated 10 November, 2023 for "CONCEPTUALIZING, DESIGNING, 3D MODELLING AND FABRICATING THE TABLEAU OF THE STATE OF TRIPURA FOR REPUBLIC DAY PARADE AT NEW DELHI ON 26th JANUARY, 2026

Item No.	Description/Specification of the work	Quote (Rate to be given inclusive of all taxes)
1	CONCEPTUALIZING, DESIGNING,3D MODELLING AND FABRICATING THE TABLEAU OF THE STATE OF TRIPURA FOR REPUBLIC DAY PARADE AT NEW DELHI ON 26th JANUARY, 2026"	These rates include all materials, labour charges and incidental charges on (turnkey basis)

Bid Publishing date (tender portal): 01.11.2025. Details regarding the SNIQ are available on https://tripuratenders.gov.in
ICA|C|2812/25

Sd/- Director
Information & Cultural Affairs
Government of Tripura

PNIe-A No.: e-PA- 01/EE/RDMNP/2025-26, Date,29/10/2025.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites Sealed Auction Bid in two bid system from eligible bidders with appropriate class & experiences in similar nature of works up to 3.00 P.M of 10/11/2025 for 5(Five) nos. of dismantling work under RD Mohanpur Division and tender may likely to be opened on the same day i.e. on 10/11/2025, if possible.

For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 2805/25

Executive Engineer
R.D Mohanpur Division.

PRESS NIET. NO. 06/EE/DWS/AMP/2025-26 Dated. 24-10-2025

The Executive Engineer, DWS Division, Amarpur, Gomati, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD/ Registered Vehicle Owner (SI No- 12, 20, 21)/Central & State Sector undertaking a for the following works :-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No. 33/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹11,15,527.00	₹22,311.00
2	DNIeT No.34/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹6,26,468.00	₹12,529.00
3	DNIeT No.35/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹10,05,601.00	₹20,112.00
4	DNIeT No. 36/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹9,53,956.00	₹19,079.00
5	DNIeT No.37/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹12,30,315.00	₹24,606.00
6	DNIeT No. 38/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹9,17,193.00	₹18,344.00
7	DNIeT No. 39/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹15,99,007.00	₹31,980.00
8	DNIeT No. 40/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹15,04,659.00	₹30,093.00
1	DNIeT No. 41/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹15,06,668.00	₹30,133.00
2	DNIeT No.42/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹9,36,000.00	₹18,720.00
3	DNIeT No.43/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹14,06,411.00	₹28,128.00
4	DNIeT No. 44/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹3,69,840.00	₹7,397.00
5	DNIeT No.45/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹14,05,302.00	₹28,106.00
6	DNIeT No. 46/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹23,24,522.00	₹46,490.00
7	DNIeT No. 47/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹23,24,522.00	₹46,490.00
1	DNIeT No. 48/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹23,24,522.00	₹46,490.00
2	DNIeT No. 49/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹9,05,719.00	₹18,114.00
3	DNIeT No. 50/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹24,09,015.00	₹48,180.00
4	DNIeT No. 51/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹2,62,344.00	₹5,247.00
5	DNIeT No. 52/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹3,69,840.00	₹7,397.00
8	DNIeT No. 53/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹5,74,080.00	₹11,482.00

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 04-11-2025
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur at 15:30 on 04-11-2025 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https://www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 284/25

sd/-
(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division, Amarpur

NOTICE INVITING TENDER

The Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e-Tender from Original Equipment Manufacturers/ Authorized Dealer for "Procurement of High End Surgical Operating Microscope for use in the dept. of Plastic Surgery and Burn Ward, AGMC & GBP Hospital Agartala, West Tripura", subject to certain terms & conditions through E-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT also should publish in AGMC website www.agmc.ac.in). The Tender fee (non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking / debit card/credit card. Last date of submission is up to 20./....../2025

The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in
Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.
ICA/C/2799/25

Medical Superintendent (H.O.D.) AGMC & GBP Hospital, Agartala.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T- No : 21/EE/DIV-III/AMC/2025-26 **Dated : 30-10-2025**

The Executive Engineer, PW DIV-II, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites Online Percentage rate bids, on Open Bidding format for following work (S):-

Sl No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Last time and date of Submission
1	Establishment of Animal Birth Control Centre at Hapania under Ward No. 50, AMC DNIeT No. 59/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs. 15,47,637.00.00	Rs. 30,953.00	90 days	13-11-2025 At 15.00 Hrs

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE **14-11-2025**
Bid forms and other Details can be obtained from website **https:/tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. J. Chakraborty)
Executive Engineer
PW Division-III,
Agartala Municipal Corporation.

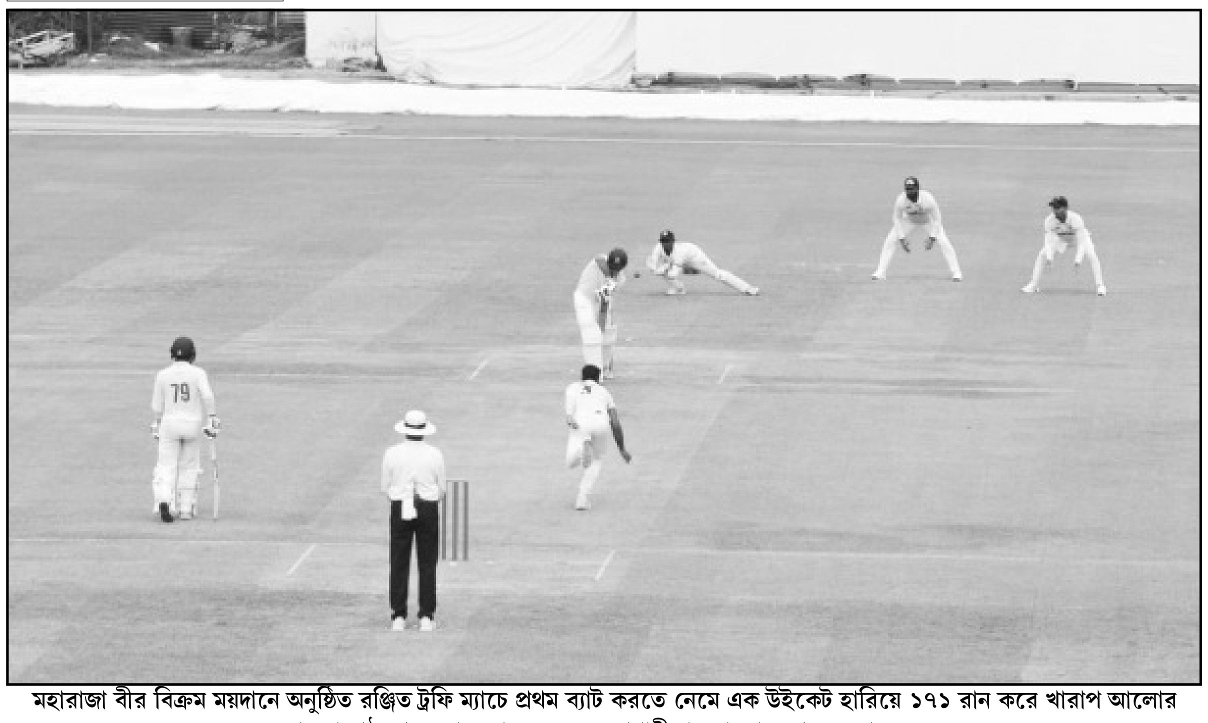

মহারাজা বীর বিক্রম ময়দানে অনুষ্ঠিত রঞ্জিত ট্রফি ম্যাচে প্রথম ব্যাট করতে নেমে এক উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান করে খারাপ আলোর কারণে মাঠ থেকে নামলো বেঙ্গল দল আগামীকাল পুনরায় খেলতে নামবে ।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে ব্রণের দাগ দূর হবে

সমপরিমাণ মুলতানি মাটি ও টক দইয়ের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখে লাগিয়ে নিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। মুলতানি মাটি ত্বকের প্রদাহ কমিয়ে দাগ হালকা করতে সাহায্য করে।

শসার রস, চালের গুঁড়া ও মধু একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি তুলায় মিশিয়ে দাগের ওপর লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। ব্রণের কালচে দাগ অনেক সময় ব্রণের কালচে দাগ সহজে দূর হতে চায় না। এ ধরনের দাগ থেকে মুক্তি পেতে অল্প পরিমাণ শঙ্খগুঁড়া ও গ্লিসারিন একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি তুলায় মিশিয়ে দাগের ওপর ভালোভাবে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে আস্তে আস্তে ঘষে প্রলেপটি উঠিয়ে ফেলুন। এক দিন পরপর কাঁচা হলুদ, চন্দনের গুঁড়া ও দুধের সর একসঙ্গে পেস্ট করে মুখে লাগান। প্যাকটি শুকানোর পর ভেজা কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে মুছে ফেলুন।

ব্রণের গভীর ও পুরোনো দাগ— সমপরিমাণ চন্দনের গুঁড়া ও লেবুর রসে সামান্য গ্লিসারিন মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ব্রণের দাগের ওপর লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে কাপড় বা তুলা ভিজিয়ে উঠিয়ে ফেলুন। লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড ত্বকের ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে। প্যাকটি ব্যবহারে ব্রণের গভীর দাগ হালকা হতে শুরু করবে। ডিমের সাদা অংশ তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপকারী। দুই চা-চামচ ডিমের সাদা অংশ, আধা চা-চামচ মধু ও কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে তুলার সাহায্যে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। অ্যাপল সিডার ভিনেগার, মধু ও চিনি সমপরিমাণ মিশিয়ে স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করলে ত্বক উজ্জ্বল ও দাগ হালকা হয়। অল্প পরিমাণ মধুর সঙ্গে দারুচিনিগুঁড়া মিশিয়ে ব্রণের দাগের ওপর লাগিয়ে শুকাতে হবে। এটি ব্রণের দাগ কমাতে সহায়তা করবে।

এক দিন পরপর কাঁচা হলুদ, চন্দনের গুঁড়া ও দুধের সর একসঙ্গে পেস্ট করে মুখে লাগানছবি: প্রথম আলো--- প্রাকৃতিক উপাদান নিয়মিত ব্যবহারে ব্রণের দাগ ধীরে ধীরে কমে আসবে। তবে প্রত্যেকের ত্বক ভিন্ন। তাই সব উপাদান সবার ত্বকের সঙ্গে মানানসই না-ও হতে পারে। এই সমস্যা এড়াতে যেকোনো উপাদান ব্যবহারের আগে ত্বকের অল্প জায়গায় ব্যবহার করে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। ব্রণের দাগ খুব গভীর হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

আইস টি খেলে যেসব উপকার পাবেন

এই গরমে ঠান্ডা এক গ্লাস আইস টি পিপাসা মেটাবে, শরীরকে ভেতর থেকে করে তুলবে সতেজ। শুধু যে খেতে সুস্বাদু, তা নয়। আইস টি ত্বকসহ শরীরের আরও অনেক ক্ষেত্রে দারুণ উপকারী।

চা বানিয়ে ঠান্ডা করে বরফ যোগ করলেই হয়ে যায় আইস টি। সাধারণ দুধ—চা ছাড়াও তুলসী, পুদিনা ও বিভিন্ন হারবাল চা অথবা গ্রিন—টি দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায় আইস টি। অনেকে আইস টিতে মেশান লেবু, পুদিনাপাতা অথবা নানা ফলের ফ্লেভার। কেউ মেশান চিনি, কেউ মধু আবার কেউ কেউ আইস টি খান কোনো মিষ্টি উপাদান ছাড়াই। আইস টি কতটা স্বাস্থ্যকর— আইস টির স্বাস্থ্যগুণ নিয়ে কথা হচ্ছিল বারডেম জেনারেল হাসপাতালের খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের প্রধান পুষ্টিবিদ শামসুন্নাহার নাহিদের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'প্রথমত ঠান্ডা কিছু খেলে আমাদের শান্তি লাগে। আইস টিও তার ব্যতিক্রম নয়। পাশাপাশি এতে আছে বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেল, যা আমাদের মেটাবলিজমে সাহায্য করে। তবে হারবাল বা গ্রিন টি দিয়ে আইস টি বানাতে চাইলে ঠান্ডা বা স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে তৈরি করাই ভালো, নাহলে এতে থাকা ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।' রূপবিশারদ ও রন্ধনশিল্পী রহিমা সুলতানা রিতা বলেন, 'আইস টিতে থাকে প্রচুর অ্যান্টি---অক্সিডেন্ট, যা ত্বকের জন্য দারুণ উপকারী। ত্বকের ইলাস্টিসিটি ধরে রাখতে ও কোলাজেন বাড়াতে সাহায্য করে।' আইস টির সঙ্গে চিনির পরিবর্তে মধু মেশানোর পরামর্শ দিলেন তিনি। আইস টির উপকারিতা —১. আইস টিতে থাকা অ্যান্টি—অক্সিডেন্টে কোষকে সতেজ রাখে এবং ত্বকে বয়সের ছাপ কমায়। ২. গরমে পানিশূন্যতা কমাতে সাহায্য করে। ৩. নিয়মিত খেলে চুল ও ত্বকে উজ্জ্বলতা আসে। ৪. গ্রিন—টি দিয়ে তৈরি আইস টিতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড হাড় ভালো রাখে। কীভাবে বানাবেন— সাধারণ আইস টি: ১ কাপ গরম পানিতে ১ চা---চামচ চা---পাতা দিয়ে ৫ মিনিট রেখে ঠান্ডা করুন। ছেঁকে নিয়ে বরফ দিয়ে পরিবেশন করুন। মিল্ক আইস টি: প্রথমে দুধ দিয়ে সাধারণভাবে দুধ—চা তৈরি করুন, ঠান্ডা করে গ্লাসে বরফসহ ঢেলে পরিবেশন করুন। হারবাল আইস টি বা গ্রিন টি দিয়ে তৈরি আইস টি: স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি অথবা ঠান্ডা পানি দিয়ে হারবাল চা তৈরি করুন। চায়ের সঙ্গে বরফ মিশিয়ে পরিবেশন করুন। গ্রিন টি দিয়ে আইস টি বানানোর নিয়মটাও একই। কখন খাবেন— আইস টি খাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো দুপুর বা বিকেল। রোদের তাপে ক্লান্ত লাগলে এক কাপ আইস টি মুহূর্তেই আপনাকে চাঙা করে তুলবে। তবে খালি পেটে আইস টি খাওয়া উচিত নয়। খাওয়ার আধঘণ্টা পর খাওয়া ভালো। রাতে আইস টি খাওয়া উচিত নয়। আইস টি শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে দিতে পারে, ফলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

হাত কাঁপার কারণ এবং চিকিৎসা

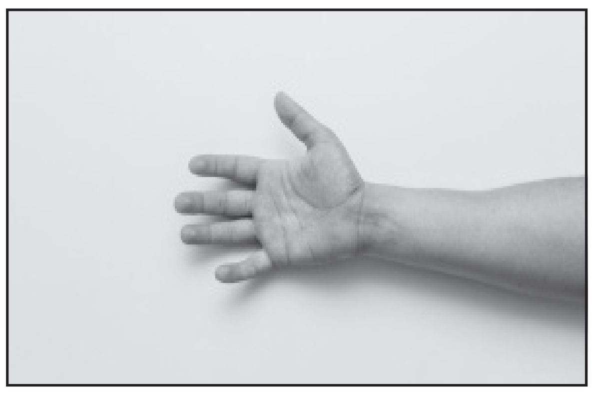

আজকালকার দিনে অনেকেরই হাত কাঁপার সমস্যা রয়েছে। মাংসপেশির অনিয়ন্ত্রিত কম্পনের ফলেই হাত কাঁপে। অকারণে হাত কাঁপাকে বলা হয় ট্রেমর। ক্রমাগত হাত কাঁপলে দৈনন্দিন নানা কাজকর্ম করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাত কাঁপার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। সেগুলি হল — ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যা, অ্যাসেনসিয়াল ট্রেমর এবং পারকিনসনস রোগ। দুশ্চিন্তা বা আতঙ্কের কারণেও হাত কাঁপতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পারকিনসনস একটি বয়সজনিত স্নায়ুরোগ। এই রোগে আক্রান্তদের হাত কাঁপার পাশাপাশি হাঁটাচলাতেও প্রভাব পড়ে। চলাচলের গতি ধীর হয়ে যায়, হাত-পায়ে আড়ষ্ট ভাব আসে। অ্যাসেনসিয়াল ট্রেমর একটি বংশগত রোগ। এক্ষেত্রে হাত-পা কাঁপার সঙ্গে রোগীর মাথাও কাঁপে। বিভিন্ন ওষুধ সেবনের পর্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেও হাত কাঁপতে পারে। শ্বাসকষ্টের ওষুধ খেলেও হাত কাঁপতে পারে। রক্তে থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলেও রোগীর হাত কাঁপে। থাইরয়েড বেড়ে যাওয়ার বিষয়টিকে বলে হাইপারথাইরয়েডিজম। এই ক্ষেত্রে রোগীর আরও কিছু উপসর্গও থাকে। যেমন: ওজন কমে যাওয়া, ডায়েরিয়া, গরম লাগা বা ঘাম হওয়া, বুক ধড়ফড় ইত্যাদি। মস্তিষ্কে সেরিবেলামের সমস্যার কারণেও হাত কাঁপতে পারে। হাইপোথাইরয়েড রোগে থাইরক্সিন হরমোন বড়ি খাওয়ার মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলেও হাত কাঁপা শুরু হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হাত কাঁপার সমস্যার সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা রয়েছে। হাঁত কাপার চিকিৎসার শুরুতেই দেখতে হবে, কী কারণে হাত কাঁপছে। সবার আগে ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়ার বিষয়টি দেখতে হবে। যদি দেখা যা, কোনও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে হাত কাঁপছে, সেক্ষেত্রে সবার আগে সেই ওষুধ বন্ধ করতে হবে। রোগী পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত হলে একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

থাইরইয়েড হরমোনজনিত সমস্যার কারণে হাত কাঁপলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কয়েকটি ওষুধ হাত-পা ও মাথা কাঁপার চিকিৎসায় কার্যকর। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া সেগুলি খাওয়া উচিত নয়। যেসব রোগী ওষুধে ভালো হয় না, তাঁদের জন্য অপারেশনের ব্যবস্থাও আছে।

দৈনন্দিন জীবনে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেও হাত কাঁপার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন ও ভালো ঘুম, হাত কাঁপার অন্যতম চিকিৎসা। রোগীকে পর্যাপ্ত জল পান করতে হবে। ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলতে হবে। রাতে পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে। সর্বোপরি মানসিকভাবেও পরিবারের সদস্যদের রোগীর পাশে থেকে মনোবল জোগাতে হবে।

রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্টের কার্যকারিতা

সঠিকভাবে দাঁতের যত্ন না নিলে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে আশার কথা হল, দাঁত ব্যথা থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, সমস্ত সমস্যারই সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা রয়েছে। কিছুক্ষেত্রে অবশ্য দাঁত তোলার প্রয়োজন পড়ে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাঁত উপড়ে ফেলার পরিবর্তে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে তা রক্ষা করা সম্ভব। দাঁতকে রক্ষা করার জন্য সাধারণত 'রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট' করা হয়ে থাকে। গত ১৬ অক্টোবর ছিল বিশ্ব এনডোডোন্টিক দিবস। দাঁত নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর এই দিনটি পালন করা হয়। দাঁতের চিকিৎসাগুলির মধ্যে অন্যতম 'রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট'। এই পদ্ধতিতে প্রথমে দাঁতের ভিতর থেকে সংক্রমিত বা মৃত টিসু বের করা হয়। এরপর জীবাণুমুক্ত করার পর সেই স্থান বিশেষ উপাদান দিয়ে ভরাট বা সিল করে দেওয়া হয়। দাঁত তুলে ফেলার বদলে এখন ক্রমেই 'রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট' বা আরসিটি প্রক্রিয়া জনপ্রিয় হচ্ছে। তবে আর্থিক কারণে অনেকেই আরসিটি করানোর বদলে দাঁত তুলে ফেলেন। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, কথায় কথায় দাঁত ফেলে দেওয়ার আত্মঘাতী ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। 'রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট'-এর মাধ্যমে দাঁত ব্যথা, ফোলা অথবা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মাধ্যমে বহু বছর দাঁতকে কার্যকর রাখা সম্ভব।

ভারতে ক্যানসার বাড়ার কারণ কী?

২০২৫ সালে ভারতে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ লক্ষ ৭০ হাজারে। ২০২০ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ১৪ লাখ। সম্প্রতি অ্যাপোলো হাসপাতালের তরফে হওয়া একটি সমীক্ষায় এই তথ্য সামনে এসেছে। অন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লুএইচও) ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে নতুন করে প্রায় ২ কোটির বেশি মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটির কাছাকাছি। ভারতে ২০১২ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬ শতাংশ বেড়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৭৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। প্রতি ৮ জনের মধ্যে একজন জীবনের কোনও এক পর্যায়ে এসে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। ভারতে ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নিয়ে একাধিক সমীক্ষা হয়েছে। এর কারণগুলি নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

ক্যান্সার বৃদ্ধির কারণ হিসেবে প্রথমেই ভারতীয়দের খাদ্যাভ্যাসকে দায়ী করেছেন চিকিৎসকরা। ভারতীয়রা প্রক্রিয়াজাত খাবার, মিষ্টি পানীয়, উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার বেশি পরিমাণে খাচ্ছেন। বিশেষ করে তরুণরা এই সব খাবারের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এর ফলে উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের সমস্যা। পাশাপাশি এই খাদ্যাভ্যাসের কারণে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে গিয়েছে। পঞ্চাশ—উর্ধ্ব নারী বা পুরুষের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে খাদ্যাভ্যাসের কারণে তা তরুণদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। রোগ নির্ণয় করতে দেরি হলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বর্তমানে তরুণ প্রজন্ম নিজের শারীরিক সুস্থতা নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নন। কিছু সমস্যা দেখা দিলে তা এড়িয়ে যেতেই পছন্দ করেন। এই প্রবণতা বিপদ বাড়াতে পারে। নিয়মিত চেক আপের মধ্যে থাকলে এবং শারীরিক পরীক্ষা করালে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তবে ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে জিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্তন, ডিম্বাশয় ও অন্যান্য কান্সার জিনগত হতে পারে। পাশাপাশি তামাক সেবন ও মদ্যপান ক্যান্সারের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম। ধূমপান, জর্দা, খৈনি, পানমশলা সহ অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য সেবন করলে ফুসফুস, মুখ, প্যাংক্রিয়াসের কান্সার, ব্লাডার ও মুত্রথলির ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মদ্যপানের কারণে খাদ্যানালি, লিভার, স্তন ক্যান্সার দিন দিন বাড়ছে।

ভারতে বায়ু ও জল দূষণ ক্যান্সার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্ষতিকারক রাসায়নিক, শিল্প দূষণ এবং কীটনাশকের সংস্পর্শে ফুসফুস, মূত্রাশয় এবং ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। কলকারখানার দূষণের কারণে যাঁরা ধূমপান করেন না তাঁদেরও ফুসফুসে ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকছে। অন্যদিকে, কোনও সংক্রমণ থেকে ক্যান্সার ছড়াতে পারে। ভারতে এই ধরনের ক্যান্সারের প্রবণতা বেশি। জরায়ুমুখের ক্যান্সারের প্রধান কারণ হল হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি), যেখানে লিভারের ক্যান্সার মূলত হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাসের কারণে হয়। এছাড়াও রয়েছে মানসিক চাপ, ওজন বৃদ্ধির মতো সমস্যা। সরাসরি এর সঙ্গে ক্যান্সারের কোনও যোগসূত্র না পেলেও এর খারাপ প্রভাব অনেক ভারতীয়র শরীরেই পড়ে। ক্যান্সার সেল সেই সব রোগীর শরীরে অজান্তেই বাড়তে থাকে। অন্যদিকে, প্লাস্টিক থেকে সাবধান হতে বলছেন চিকিৎসকরা। প্লাস্টিক থেকে কার্সিনোজেনিক উপাদান শরীরে মিশলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। 'রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট' করার সময় কয়েকটি দিক মাথায় রাখা উচিত। অনুমোদিত ও দক্ষ চিকিৎসকের কাছে 'রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট' করলে সফলতার হার বেশি হয়। এছাড়া 'রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট' এর পর ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলা উচিত। এর পাশাপাশি কোনও ব্যথা বা কষ্ট না হলেও বছরে অন্তত একবার ডেন্টাল চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। এতে রোগের শুরুতেই ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

হাড়ক্ষয় প্রতিরোধে কী কী খেতে হবে

একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বেশির ভাগ মানুষ, বিশেষত নারীরা অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো লক্ষণ থাকে না। সাধারণত নরম হয়ে যাওয়া ভঙ্গুর হাড় হঠাৎ ভেঙে গেলে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন বেশ দেরি হয়ে যায়।

অস্টিওপোরোসিসজনিত হাড়ভাঙা প্রবীণদের শয্যাশায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ। সাধারণত পুরুষের তুলনায় নারীরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হন। পঞ্চাশোর্ধ নারীদের ক্ষেত্রে এই রোগের ঝুঁকি বেশি। তবে পুরুষেরাও যে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন না, এমন নয়। হাড়ের মূল উপাদান ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি। এর কোনো একটি উপাদানের অভাব দেখা দিলেই হাড় নরম হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই এসব উপাদানের জোগান অল্প বয়স থেকেই পর্যাপ্ত হতে হবে। কারণ, হাড় কতটা মজবুত হবে, তা অল্প বয়সেই নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন খাদ্যাভ্যাস প্রয়োজন অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে যথেষ্ট আমিষ খেতে হবে, যা পেশি ও হাড়কে মজবুত করে। নিয়মিত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন---ডি যুক্ত খাবার খেতে হবে। অভ্যাস করতে হবে প্রতিদিন কিছু ব্যায়ামের। ধূমপান করা যাবে না। যেসব খাবার হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, সেগুলো নিয়মিত খেতে হবে। ক্যালসিয়াম হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখার অন্যতম উপাদান ক্যালসিয়াম। শিমের বিচি, কাঁঠালের বিচি, বাদাম, মটরশুঁটি, ডাল ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস। দুধ বা দুধের তৈরি খাবার খেতে হবে রোজ। কাঁটাযুক্ত ছোট মাছেও ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। ভিটামিন-সি- ভিটামিন-সি কোলাজেন নামে হাড়ের সংযোগস্থলের পিচ্ছিল পদার্থ তৈরিতে সহায়তা করে। এতে হাড়ের ঘর্ষণ কম হয়, যা হাড়ক্ষয় প্রতিরোধ করে। প্রতিদিন কিছু দেশীয় টকজাতীয় ফল যেমন পেয়ারা, আমলকী, আমড়া, জাম্বুরা ইত্যাদি খেতে হবে। জিংক--- জিংকের অন্যতম উৎস সামুদ্রিক মাছ, লাল মাংস, চিংড়ি, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, ডিম, বাদাম, শিমের বিচি, কাঁঠালের বিচি, মটরশুঁটি, চিয়া সিড, সূর্যমুখীর বীজ, মাশরুম ইত্যাদি। শাকসবজিতে থাকা জিংক সহজে হজম হয় না। চেষ্টা করতে হবে প্রাণিজ উৎস থেকে জিংক নিতে। ওমেগা---৩ ফ্যাটি অ্যাসিড--- সামুদ্রিক ও তৈলাক্ত মাছের অন্যতম উপাদান হচ্ছে ভিটামিন ডি ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা হাড়ের গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তাই নিয়মিত সামুদ্রিক মাছ খেতে হবে। এ ছাড়া চিয়া সিড, সূর্যমুখীর বীজ, বাদাম ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস। ভিটামিন---ডি--- ভিটামিন-ডির ৭০ ভাগ উৎস সূর্যের আলো। তাই প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ মিনিট সূর্যের রোদ গায়ে মাখুন। শুধু খাবার থেকে কখনোই ভিটামিন ডির চাহিদা পূরণ হয় না। খাবারের মধ্যে তেলযুক্ত মাছ, মাছের তেল, ডিমের কুসুম, গরুর কলিজা, মাশরুম ইত্যাদি ভিটামিন ডির উৎস।

ফুসফুস সুস্থ রাখতে কী করবেন

মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৮ থেকে ৮০, সকলেই ফুসফুস সংক্রান্ত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ফুসফুসের রোগগুলির মধ্যে অন্যতম --- অ্যাজমা, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি), ফুসফুসের ক্যানসার, যক্ষ্মা এবং নিউমোনিয়া। সবকটি রোগই প্রতিরোধযোগ্য হলেও এই সমস্ত জটিলতার কারণে প্রাণহানিও ঘটছে। করোনা অতিমারির পর ফুসফুসে সংক্রমণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফুসফুস সুস্থ রাখতে হলে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। শ্বাসের ব্যায়াম আপনার ফুসফুসকে শক্তিশালী করে তোলে। নিয়মিত শরীরচর্চা করা যেতে পারে। যদিও বয়স, ওজন এবং উচ্চতা অনুযায়ী শরীরচর্চার ধরন ঠিক করা উচিত। হেঁটে বা গণপরিবহনে যাতায়াত করা অভ্যাস করুন। লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করুন। অ্যাজমা বা সিওপিডিতে আক্রান্ত এবং ষাটোর্ধ ব্যক্তির নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধে টিকা নেওয়া আবশ্যক।

গবেষণায় উঠে এসেছে, পৃথিবীর ২০০ মিলিয়ন মানুষ সিওপিডিতে আক্রান্ত, ২৬২ মিলিয়ন মানুষ ভুগছেন অ্যাজমায়। ফুসফুসের ক্যানসারে প্রতি বছর ২ দশমিক ২ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন। নিউমোনিয়া ও অন্যান্য সংক্রমণে ২ দশমিক ৪ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর মারা যান।

ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ বেড়ে যাওয়া কারণেই বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ধূমপান ছাড়তে হবে। বাইরে গেলেই মাস্ক পরা বাঞ্ছনীয়। কাঠ, কয়লা, গোবর, পলিথিন, ময়লা ইত্যাদি পোড়ানো থেকে বিরত থাকুন। অ্যাজমা বা সিওপিডিতে আক্রান্ত ব্যক্তির কিছু ওষুধ খেলে সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। এসব এড়িয়ে চলতে হবে। সর্বোপরি যাবতীয় মানসিক চাপ দূরে রাখতে হবে। এর পাশাপাশি সুষম খাবার খেতেও বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

ডেস্কে বসে কাজের কারণেই ওজন বাড়ছে

ডেস্কের কাজ যেভাবে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করে: ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার ফলে শরীরের 'মেটাবলিক ফ্লেক্সিবিলিটি' কমে যায় অর্থাৎ শরীর ঠিকভাবে কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের মধ্যে শক্তির উৎস বদলাতে পারে না। এর ফলেই রক্তে শর্করার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, বাড়ে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও হৃদরোগের ঝুঁকি। কানিকা পরামর্শ দেন, প্রতিদিন কাজের ফাঁকে অন্তত ২০-৩০ মিনিট পর পর উঠে দাঁড়ান বা কয়েক মিনিট হাঁটুন এটা শরীরের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যে ৬টি লক্ষণ বলে দেবে ডেস্কের চাকরি ওজন বাড়াচ্ছে: বিশেষজ্ঞের মতে, নিচের সংকেতগুলো দেখা দিলে বুঝবেন আপনার অফিস-জীবনই ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলছে শরীরে পেটের চারপাশে চর্বি জমছে: সারাদিন বসে থাকার ফলে ক্যালরি পোড়ানো কমে যায়, আর চর্বি জমে পেটের আশপাশে।

রক্তচাপ বাড়ছে: দীর্ঘ সময় বসে কাজ করলে রক্তচাপ বেড়ে হৃদ্যন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। রক্তে শর্করা বেড়ে যাচ্ছে: নড়াচড়া কম হলে শরীর গ্লুকোজ প্রক্রিয়াকরণে অক্ষম হয়, বাড়ে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি। কোলেস্টেরল বৃদ্ধি: দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে খারাপ কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়ে, যা হৃদ্রোগের সম্ভাবনা বাড়ায়। সবসময় ক্লান্তি: ধীর মেটাবলিজম ও কম শক্তি খরচের কারণে সারাদিন ক্লান্তি ও অবসন্নতা ঘিরে থাকে। মাংসপেশি দুর্বল হয়ে পড়া: পা ও কোমরের পেশি ব্যবহারের অভাবে শক্তি হারায়, শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া আরও ধীর হয়ে যায়। সমাধান: কানিকা মালহোত্রার মতে, ডেস্ক জব মানেই অসুস্থতা নয়, যদি আপনি কিছু ছোট পরিবর্তন আনতে পারেন। প্রতি ঘণ্টায় ৫ মিনিট হাঁটুন বা দাঁড়িয়ে স্ট্রেচ করুন। খাবারের সময় ঠিক রাখুন রাতের ভারী খাবার কমিয়ে সকালে পুষ্টিকর খাবার খান। ভালো ভঙ্গিতে বসুন, পিঠ সোজা রাখলে রক্তপ্রবাহ ও মনোযোগ দুই-ই বাড়ে। 'ডেস্কারসাইজ' করুন চেয়ার স্কোয়াট, সিটেড লেগ লিফট বা হালকা হ্যান্ড এক্সারসাইজ, এগুলো শরীর সচল রাখে। আধুনিক কর্মজীবনে ডেস্কে বসে দীর্ঘসময় কাজ করা এড়ানো কঠিন, কিন্তু সচেতন জীবনযাপনই পারে তার ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে।কাজের মাঝে অল্প সময়ের হাঁটা, ব্যায়ামের অভ্যাস, সঠিক খাবার এবং ভালো ঘুম এই চারটি জিনিসই আপনার শরীরের বিপাককে সক্রিয় রাখবে।

তেলিয়ামুড়ায় অবশেষে রাস্তা সংস্কারে স্বস্তি, শেষ পর্যায়ে অম্পি—মহকুমা হাসপাতাল সংযোগ রাস্তার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ অক্টোবর: তেলিয়ামুড়া শহরের দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান হতে চলেছে। অম্পি চৌমুহনি থেকে মহকুমা হাসপাতাল রোড হয়ে তৈদু—অম্পি পর্যন্ত সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার কাজ প্রায় শেষের পথে। এই খবরেই তেলিয়ামুড়াবাসীর মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকায় রোগী পরিবহন, স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল। বিশেষ করে বর্ষাকালে গর্ত ও কাদায় ভরা এই রাস্তায় চলাচল কার‍্যত অসম্ভব হয়ে পড়ত। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু হয়।

অন্যদিকে, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাও দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে সংস্কার করা হয়েছে। প্রতিদিন শতাধিক মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন। জলনিকাশি ও পিচঢালাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর এলাকাটি নতুন রূপ পেয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

একজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, "আগে এই রাস্তা দিয়ে হাসপাতালে যাওয়া ছিল এক দুঃস্বপ্ন। এখন কাজ প্রায় শেষ, আমরা খুব খুশি। বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।"

বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, "মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করাই আমার অগ্রাধিকার। উন্নয়নের কাজ যাতে গুণমান বজায় রেখে হয়, তা নিশ্চিত করতে আমি নিজেই নিয়মিত পরিদর্শন করছি।"

স্থানীয় প্রশাসন ও বিধায়িকার এই উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এই দুই প্রকল্প মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উত্তর ত্রিপুরায় ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সাত দফা দাবিতে জেলা শাসকের নিকট গণ ডেপুটেশন

আগরতলা, ১ নভেম্বর : উত্তর ত্রিপুরা জেলার পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে সাত দফা দাবি সম্বলিত এক গণ ডেপুটেশন আজ জেলা শাসকের নিকট প্রদান করা হয়। সংগঠনের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক ক্ষেতমজুর ও শ্রমজীবী মানুষ জেলা প্রশাসনিক ভবনে উপস্থিত হয়ে তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন।

ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন উত্তর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ক্ষেতমজুরদের জন্য বছরে ২০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা এবং দৈনিক ৩৪০ মজুরি নির্ধারণ এই ডেপুটেশনের মূল দাবি ছিল। সংগঠনের অভিযোগ, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব চরমে পৌঁছেছে।

অধিকাংশ কাজ এখন মেশিনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে, ফলে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের হাতে আয় কমে গেছে, তাঁরা চরম আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন।

ডেপুটেশনে জানানো হয়, ২০১৮ সালের আগে বছরে যেখানে ৯৪ থেকে ৯৫ দিনের কাজ পাওয়া যেত, বর্তমানে তা নেমে এসেছে মাত্র ৪৫ থেকে ৫৫ দিনে। সংগঠনের বক্তব্য, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ২০০ দিনের কাজ ও ৩৪০ মজুরির প্রতিশ্রুতি দিলেও, আট বছর পেরিয়ে গেলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

এছাড়াও সংগঠন অভিযোগ করেছে, পাকা ঘর প্রকল্পে রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে বহু গরিব মানুষের নাম **জিও ট্যাগিং তালিকা** থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে আধার-ভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থার ফলে অনেক ক্ষেতমজুর তাঁদের প্রাপ্য মজুরি পাচ্ছেন না; অনেকের টাকা ব্যাংকে আটকে আছে বলে জানানো হয়েছে।

সংগঠনের সাত দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, সকল বাদ পড়া জব কার্ড পুনর্বহাল করা, শহরাঞ্চলের টু-ই প্রকল্পে মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের দিন বাড়ানো, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় বন্ধ থাকা ৫০ হাজার ভাতা পুনরায় চালু করা, ৬০ বছরোর্ধ সকল ক্ষেতমজুরকে ভাতা প্রদান** এবং নতুন ভাতার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।

ডেপুটেশনের শেষে সংগঠনের প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের হাতে লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যদি দাবিগুলি দ্রুত পূরণ না হয়, তবে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে ক্ষেতমজুর সমাজ।

রাজনাথ সিং বলেন, আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা বৈঠক ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির মূলস্তম্ভ

কুয়ালালামপুর, ১ নভেম্বর : ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা বৈঠক-প্লাস কে ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি এবং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই ফোরামটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি কার‍্যকরী কাঠামো প্রদান করছে, যা নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া-তে ১২তম এডিএমএম-প্লাস বৈঠকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, ২০২২ সালে আসিয়ান-ইন্ডিয়া সম্পর্ককে কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে উন্নীত করা শুধু রাজনৈতিক পরিপক্কতার লক্ষণ নয়, বরং আঞ্চলিক অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি সুর মিলকেও প্রতিফলিত করেছে।

তিনি বলেন, 'ভারতের জন্য, এডিএমএম-প্লাস হলো অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি এবং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও ভারতের আসিয়ান-এর সঙ্গে সম্পর্ক এই মেকানিজমের আগে থেকেই ছিল, এটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে, যা আমাদের কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করেছে।'

বিজ্ঞানমন্ত্রী বলেন, '২০২২ সালে যখন আসিয়ান-ইন্ডিয়া অংশীদারিত্বকে কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ হিসেবে উন্নীত করা হয়, তা শুধু রাজনৈতিক পরিপক্কতার প্রতীক ছিল না, এটি আঞ্চলিক অগ্রাধিকারগুলির গভীর সুর মেলানোর প্রমাণও ছিল।'

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, তিনি ১৯৯২ সালে লুক ইস্ট পলিসি (অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে) শুরু হওয়ার পর ২০১৪ সালে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি-তে রূপান্তরের কথা স্মরণ করেন, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এক সক্রিয় পদক্ষেপ এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফলের প্রতি জোর দিয়েছিল।

এডিএমএম-প্লাসের ১৫ বছর পূর্তিতে ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণ শীর্ষক আলোচনায় সিং ভারতীয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ভারত এশিয়ান বিশেষজ্ঞদের কাজের দলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে, ক্ষেত্রীয় অনুশীলন পরিচালনা করেছে এবং সাধারণ অপারেশনাল মান নির্ধারণে অবদান রেখেছে। এডিএমএম-প্লাসের আসিয়ান-এর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারতের উদ্যোগগুলিকে সঙ্গতিপূর্ণ করেছে, যা আমাদের সম্পর্ককে প্রতিযোগিতামূলক নয়, পরিপূরক করে তোলে।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারত আসিয়ান এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সক্ষমতা উন্নয়নে অবদান রাখতে চায়।'

ফোরামের উন্নয়ন নিয়ে বলেন, '২০১০ সালে এর যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে এডিএমএম-প্লাসের একটির পর একটি অগ্রগতির পথ বেছে নিয়েছে। এটি এখন আর শুধুমাত্র একটি আলোচনা প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং একটি কার‍্যকরী প্রতিরক্ষা সহযোগিতার কাঠামো হয়ে উঠেছে।'

এছাড়া, ২০২৫ সালে মালয়েশিয়ার আসিয়ান চেয়ারশিপ থিম 'ইনক্লুসিভিটি অ্যান্ড সাস্টেইনেবিলিটি' উল্লেখ করে সিং বলেন, 'নিরাপত্তায় ইনক্লুসিভিটি মানে হলো যে সব দেশ, তাদের আকার বা ক্ষমতা নির্বিশেষে, আঞ্চলিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সমান অংশীদার হবে এবং এর থেকে লাভবান হবে। সাস্টেইনেবিলিটি মানে হলো এমন নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করা যা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, তাৎক্ষণিক সামঞ্জস্যের পরিবর্তে।'

এডিএমএম হলো আসিয়ান এর সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরামর্শক এবং সহযোগিতামূলক মেকানিজম, যেখানে এডিএমএম-প্লাসের আসিয়ান এর দশটি সদস্য রাষ্ট্র - ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাও পিডিআর, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তিমোর-লেস্তে - এবং আটটি সংলাপ অংশীদার, যার মধ্যে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড অন্তর্ভুক্ত, নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা শক্তিশালী করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে।

ভারত ১৯৯২ সাল থেকে আসিয়ান এর সংলাপ অংশীদার হিসেবে পরিচিত, এবং ২০১০ সালে হানয়, ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত প্রথম এডিএমএম-প্লাসের বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর এডিএমএম-প্লাসের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য আসিয়ান এবং এর অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করা। বর্তমানে, ভারত ২০২৪—২০২৭ চক্রে কাউন্টার-টেররিজম বিশেষজ্ঞদের কাজের দলের সহ-সভাপতি হিসেবে মালয়েশিয়ার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে।

রাজ্য চালিত তেল বিপণন সংস্থাগুলির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর ঘোষণা

নতুন দিল্লি, ১ নভেম্বর : রাজ্য চালিত তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) গত শনিবার থেকে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে।

সর্বশেষ দাম সমন্বয়ের পর, ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দিল্লিতে ১,৫৯০.৫০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে, যা পূর্বের ১,৫৯৫.৫০ টাকার তুলনায় ৫ টাকার কম।

কলকাতায় সবচেয়ে বেশি ৬.৫০ টাকার কমে ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম ১,৬৯৪ টাকা হয়েছে।

চেন্নাইয়ে দাম হয়েছে ১,৭৫০ টাকা (৪.৫০ টাকা কম), এবং মুম্বাইয়ে দাম ১,৫৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে (৫ টাকা কম)।

এই দাম হ্রাসের ফলে রেস্তোরাঁ, হোটেল ও ক্যাটারিং ব্যবসার মতো এলপিজি নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কিছুটা হলেও আর্থিক সুবিধা আসবে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৫.৫০ টাকার দাম বৃদ্ধির পর এই সামান্য কমানো ব্যবসায়ীদের কিছুটা স্বস্তি দেবে।

তবে গৃহস্থালী এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে এবং প্রতিটি শহরে তা একই দামে বিক্রি হচ্ছে।

এতে অবশ্য গত কয়েক মাসে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর জন্য অনেকবার সমন্বয় করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ৫১.৫০ টাকার, জুলাই মাসে ৩৩.৫০ টাকার এবং জুনে ২৪ টাকার মূল্য হ্রাস হয়েছিল।এদিকে, কেন্দ্র সরকার চলতি উৎসব মরসুমে প্রধাণ মন্ত্রীর উজ্জ্বালা যোজনার আওতায় ২৫ লাখ নতুন বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ প্রদানের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

বিহারের বাহুবলীদের এবং কোটিপতিদের আলোচনায় ক্ষমতার লড়াই

পাটনা, ১ নভেম্বর : বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী ও কোটিপতি প্রার্থীদের হলফনামা জমা দেওয়ার পর, রাজ্যের রাজনীতিতে ধন, ক্ষমতা এবং অপরাধের প্রভাব আবারও সামনে এসেছে। নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটের পাঁচ দিন আগে, প্রার্থীদের হলফনামায় উল্লেখিত সম্পদ এবং অপরাধের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা তীব্র হয়েছে। ভোটাররা দলীয় প্রতিশ্রুতি ও ম্যানিফেস্টো সঙ্গে এসব ফ্যাক্টরও ওজন করছেন।

বিহারের রাজনীতিতে বাহুবলীর আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিষ্ঠিত। অনেক প্রার্থী তাদের প্রভাব এবং আর্থিক শক্তি ব্যবহার করে সমর্থন জুগিয়ে থাকেন। এবারের নির্বাচনে একাধিক প্রার্থী কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ঘোষণা করেছেন, এবং তাদের বিরুদ্ধে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

পাটনার মোকামা আসনটি বিত্ত এবং বাহুবলীর আধিপত্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উঠে এসেছে। জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর নেতা আনন্ত সিং, যিনি এক সময় গ্যাংস্টার ছিলেন, তাঁর হলফনামায় ৩৭.৮৮ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জমি, বাণিজ্যিক সম্পত্তি এবং বিলাসবহুল গাড়ি যেমন টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার ও ফোর্টুনার। তাঁর বিরুদ্ধে ২৮টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে হত্যা, অবৈধ অস্ত্রের মালিকানা, অপহরণ ইত্যাদি।

অন্যদিকে, আনন্ত সিংয়ের স্ত্রী নীলাম দেবীর সম্পত্তি আরও বেশি, ৬২.৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে রয়েছে বিলাসবহুল গাড়ি, ৯১.৬১ লক্ষ টাকার গয়না এবং একাধিক কোম্পানিতে শেয়ার। তবে তাঁর কাছে ৫০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ রয়েছে।মোকামা আসনে আনন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাশট্রীয় জনতা দল -এর প্রার্থী ভীণা দেবী, যিনি সূর্যভান সিংহের স্ত্রী। তিনি ৮.৬৭ কোটি টাকার সম্পত্তি ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে পাটনায় দুটি ফ্ল্যাট এবং ১.২ কেজি সোনা। তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই, যা এই নির্বাচনে তাঁকে অন্য প্রার্থীদের থেকে আলাদা করে তোলে।বারহ আসনে আরজেডি প্রার্থী করণবীর সিং (লালু মুখিয়া) ১৭.৭২ কোটি টাকার সম্পত্তি ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ১৫টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হত্যা ও অপহরণের অভিযোগ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক্স প্ল্যাটফর্মে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। হরিয়ানা দিবসের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "হরিয়ানা দিবসের উপলক্ষে রাজ্যের সকল বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা। এটি ঐতিহাসিক ভূমি, যেখানে কৃষকরা পরিশ্রম করেছেন, খেলোয়াড়রা বিশ্ব মঞ্চে তিরঙ্গা তুলে ধরেছেন এবং সেনারা দেশের সীমা রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আজ হরিয়ানা শুধুমাত্র পরিশ্রমের রাজ্য নয়, বরং প্রগতি, শিক্ষা, ক্রীড়া এবং শিল্পের দিকনির্দেশক রাজ্য।"

ছত্তিশগড়ের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি লিখেছেন, "ছত্তিশগড়ের জনগণকে ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা। এক সময় নকশালবাদের প্রভাবিত ছত্তিশগড় আজ উন্নয়নের পথে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। আমি বিশ্বাস করি, এখানকার পরিশ্রমী জনগণের প্রচেষ্টায় রাজ্য 'বিকশিত ভারত' গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।"

মধ্যপ্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "মধ্যপ্রদেশের সকল বাসিন্দাদের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা। এটি দেশের হৃদয়ে অবস্থিত একটি রাজ্য যা আজ নতুন গতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। আমি বিশ্বাস করি, এখানকার প্রতিভাবান এবং পরিশ্রমী জনগণের অবদান দেশের 'বিকশিত ভারত' গঠনে সাহায্য করবে।"

এদিন , রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এইদিন, বিভিন্ন রাজ্য যেমন ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, কেরল, কন্নাটক, পাঞ্জাব, লক্ষদ্বীপ, পুদুচেরি এবং আন্ধ্রপ্রদেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে তারা সামাজিক মিডিয়াতে পোস্ট করেছেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, 'আন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, কন্নাটক, কেরল, লক্ষদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং পুদুচেরির প্রতিষ্ঠা দিবসে সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই রাজ্যগুলির প্রতিটি দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আমি প্রার্থনা করি, এসব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের উন্নয়ন যাত্রায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।'

তিনি আরো লিখেছেন, 'এই সমস্ত রাজ্যবাসীদের সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।'

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্নুদেব সায়, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সাইনি, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং অন্যান্য রাজ্য নেতারা প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়া পোস্ট করেছেন।

বিশ্নুদেব সায় লিখেছেন, "ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, আন্ধ্রপ্রদেশ, কন্নাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, লক্ষদ্বীপসহ অন্যান্য রাজ্যগুলোই সামনের দিনগুলোতে উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং শান্তির নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আমরা সবাই একসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' লক্ষ্য অর্জনে অংশগ্রহণ করি।"

কেরল পিরভি দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, "কেরলের সকল বাসিন্দাদের পিরভি দিবসের শুভেচ্ছা। এটি এমন একটি রাজ্য যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী বহু মানুষ বাস করেন। কেরলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতের জীবন্ত সাংস্কৃতিক বৈভবকে প্রতিফলিত করে।"

কন্নড় রাজ্যোৎসব উপলক্ষে তিনি লেখেন, "আজ কন্নড় রাজ্যোৎসবের দিন, যেখানে আমরা কন্নড় সংস্কৃতির প্রগতি এবং কৃতিত্ব উদযাপন করছি। এই রাজ্যটি জ্ঞানে পূর্ণ এবং আমি প্রার্থনা করি, এখানকার সমস্ত নাগরিক সুখী এবং সুস্থ থাকুক।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং অন্যান্য নেতাদের এসব শুভেচ্ছা বার্তা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকদের জন্য উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে, যা উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে তাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জাতিসংঘ ও তার সহযোগীরা মেলিসা ঝড়ের পর উদ্ধার সহায়তা ও সমন্বয়ের জন্য দ্রুত কাজ করছে

সেন্টিয়াগো, ১ নভেম্বর : জাতিসংঘ এবং তার মানবিক সহায়ক সংস্থাগুলি মেলিসা ঝড়ের পর উদ্ধার সামগ্রী পাঠানোর এবং সহায়তা সমন্বয় করার জন্য দ্রুত কাজ করছে। জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা 'অফিস ফর দ্য কোঅর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স' জানিয়েছে, ঝড়ের ফলে জমেইকা, কিউবা এবং হাইতি-তে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাতণিক সহায়তা প্রয়োজন।

জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সহকারী মহাসচিব এবং জরুরি সহায়তা সমন্বয়ক টম ফ্লেচার বলেছেন, 'এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শুধুমাত্র একটি ধারণা নয়, বরং এটি একটি জীবনরেখা।'

কিউবার পূর্বাঞ্চল দিয়ে চলে যাওয়া মেলিসা ঝড় সেন্টিয়াগো, হোলগুইন, গ্রানমা এবং গুয়ানটানামো এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করেছে। অনেক অঞ্চল এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে এবং সড়ক, রেল এবং আকাশপথের ক্ষতির কারণে উদ্ধার কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

ওচ্যা জানিয়েছে যে, তারা একটি কার‍্যক্রম পরিকল্পনা তৈরি করছে যাতে উদ্ধার কাজ আরও কার‍্যকরভাবে চালানো যায়। এর জন্য একটি বিশেষ টিম মাঠে পাঠানো হয়েছে এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের আঞ্চলিক কার‍্যালয় থেকে সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে।

জমেইকা সরকার নিজেরাই উদ্ধার কার‍্যক্রম নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং ওচ্যা ক্যারিবিয়ান ডিসাস্টার এমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির টিমের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করছে। এই প্রচেষ্টায় ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, ইউনিসেফ, ইউএন পপুলেশন ফান্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন ও অংশগ্রহণ করছে।

হাইতি-তে, যেখানে ইতিমধ্যেই মানবিক এবং সহিংস সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে, জাতিসংঘের টিমগুলি সরকারের সঙ্গে কাজ করে আশ্রয়, খাদ্য, জরুরি জিনিসপত্র এবং নগদ সহায়তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে কাজ করছে।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কিছু অংশে এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ ঝড় বলা হচ্ছে মেলিসাকে, যা ব্যাপক ধ্বংসের সৃষ্টি করেছে। সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, এই বিধ্বংসী ঝড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই বিপর্যয়ের পর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে সহায়তার প্রস্তাব এসেছে।

এটি স্পষ্ট যে, মেলিসা ঝড়ের তাণ্ডবের পর কার‍্যকর এবং সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক সহায়তা জরুরি, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মানুষ দ্রুত পুনর্বাসন এবং সহায়তা পেতে পারেন।

অসুস্থ নরেন্দ্র দাসের পাশে কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন

কল্যাণপুর, ১ নভেম্বর : মানুষ মানুষের জন্য"এই চিরন্তন সত্য আবারও সার্থক প্রমাণিত হলো কল্যাণপুরে। সংকটের মুহূর্তে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।

দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নরেন্দ্র দাস দীর্ঘদিন ধরে হৃদযন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছেন। চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে পরিবার পড়ে যায় চরম বিপাকে। সেই সময়েই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর নেতৃত্বে কল্যাণপুর-প্রমোদনগর বিজেপি মণ্ডল কমিটি।

শনিবার অসুস্থ নরেন্দ্র দাসের চিকিৎসার জন্য পরিবারের হাতে তিন লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেন বিধায়ক। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি নিতাই বল, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার‍্যসহ এলাকার অন্যান্য নেতৃত্ব।

সহায়তা গ্রহণের মুহূর্তে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে নরেন্দ্র দাসের স্ত্রী বলেন, আজ আমরা নতুন আশার আলো দেখলাম। আমাদের বিধায়ক ও মণ্ডল কমিটির সহায়তায় স্বামীকে সুস্থ করার লড়াইয়ে আমরা আর একা নই। সকলের আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বিধায়কের এই মানবিক উদ্যোগে এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে প্রশংসার ঢেউ। সাধারণ মানুষ বলছেন, এটাই প্রকৃত জননেতার পরিচয় সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে থাকা।

স্থানীয়দের মতে, এই সহায়তা কেবল আর্থিক নয়, এটি একজন জননেতার মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা ও মানবিকতার এক অনন্য উদাহরণ। কল্যাণপুরের বিধায়ক আবারও প্রমাণ করলেন মানুষের সেবাই তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

কর্ণাটক রাজ্যোৎসবে সিদ্দারামাইয়া'র ভাষণ: কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি-সংশ্লিষ্ট অভিযোগ

বেঙ্গালুরু, ১ নভেম্বর: কর্ণাটক রাজ্যোৎসবের উপলক্ষে আজ এক বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার প্রচারে বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে, অথচ অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ ও তহবিল দেওয়া হচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কর্ণাটক প্রতি বছর ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রকে রাজস্ব হিসেবে প্রদান করলেও, রাজ্যটি তার যথাযথ অংশ পায় না। বরং শুধু সামান্য একটি অংশ ফিরে আসে। এটি আমাদের জন্য অবিচার,' বলেন সিদ্দারামাইয়া।

তিনি আরও বলেন, 'কন্নড় ভাষা প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, কারণ কন্নড় ভাষার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল দেওয়া হচ্ছে না।' এছাড়া, রাজ্যের উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন যে, কেন্দ্রের উচিত একটি আইন প্রণয়ন করা যাতে মায়ের ভাষায় শিক্ষা নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'এখানে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষা আমাদের শিশুদের প্রতিভা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। উন্নত দেশের শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় চিন্তা করে, শিখে এবং স্বপ্ন দেখে, কিন্তু আমাদের দেশে পরিস্থিতি উল্টো।'

রাজ্যোৎসবের এই দিনে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, 'সব মানুষকে কন্নড় ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য একত্রিত হতে হবে এবং তাদের যারা কন্নড় বিরোধী, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

এদিকে, ১ নভেম্বর বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গঠন দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে এই দিনেই কর্ণাটক, কেরালা এবং মধ্যপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, ২০০০ সালে ছত্তীসগড় আলাদা হয়ে মধ্যপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

পুদুচেরি তার মুক্তির দিন হিসেবে ১ নভেম্বর পালন করে, যা ১৯৫৪ সালে ফরাসি শাসন থেকে ভারতের প্রশাসনে উত্তরণকে চিহ্নিত করে।

দাম কমছে বাণিজ্যিক

● প্রথম পাতার পর

হলেও আর্থিক সুবিধা আসবে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৫.৫০ টাকার দাম বৃদ্ধির পর এই সামান্য কমানো ব্যবসায়ীদের কিছুটা স্বস্তি দেবে।

তবে গৃহস্থালী এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে এবং প্রতিটি শহরে তা একই দামে বিক্রি হচ্ছে।

এতে অবশ্য গত কয়েক মাসে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর জন্য অনেকবার সমন্বয় করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ৫১.৫০ টাকার, জুলাই মাসে ৩৩.৫০ টাকার এবং জুনে ২৪ টাকার মূল্য হ্রাস হয়েছিল।

এদিকে, কেন্দ্র সরকার চলতি উৎসব মরসুমে প্রধাণ মন্ত্রীর উজ্জ্বালা যোজনার আওতায় ২৫ লাখ নতুন বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ প্রদানের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

নাবালিকা অপহরণ

● প্রথম পাতার পর

আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ঘটনার পর দুই পক্ষের সমর্থকেরা হাসপাতালে ভিড় জমান, যার জেরে এক সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশের উপস্থিতির কারণে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

আহত ইসমাইল আলির দাবি, তিনি শনিবার সন্ধ্যায় ঐ এলাকায় অন্য একটি বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখনই হঠাৎ মুসতফা আলির বাড়ির লোকেরা তাঁকে রাস্তায় পেয়ে আক্রমণ করে। তিনি আরও জানান, মুসতফা আলির মেয়ের সঙ্গে স্থানীয় যুবক জায়ফর আলির সম্পর্ক রয়েছে বলে এলাকায় শোনা যায়। সেই প্রেমঘটিত কারণে তাঁকে ভুল বোঝাবুঝিতে মারধর করা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

এদিকে সূত্রে জানা গেছে, কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি স্বর্ণা দেববর্মার নেতৃত্বে গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে নাবালিকা কন্যাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিমপল্লী এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

রাজ্য সরকারকে

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে তারা অবহেলা করছে বা রাজনৈতিক স্বার্থে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করছে। আমাদের লক্ষ্য জনগণকে প্রকৃত তথ্য জানানো এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুব সমাজের ভূমিকা তুলে ধরা।

মাটি ধসে শ্রমিকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে মাটির নিচে চাপা পড়েন তিনি। অন্যান্য শ্রমিকরা কোনওরকমে আত্মরক্ষা করলেও জিতেন শব্দকরকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ঘটনার পর আতঙ্কিত সহকর্মীরা দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ চেষ্টার পর ধসের নিচ থেকে জিতেনের দেহ উদ্ধার করে আমবাসা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর দক্ষতা পদক

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকার জরিমানা করে। আনাদায়ে আরও ২ মাসের সাজা ঘোষণা করেন। তাছাড়া, বিএসএস ধারা ১৩৭(২) অনুযায়ী ২ বছরের কারাদন্ড এবং দুই হাজার টাকার জরিমানার ঘোষণা করেন। অনাদায়ে ১ মাসের জেল হেফাজতে নির্দেশ দেন। এছাড়া, নির্যাতিতাকে ২ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। ইন্সপেক্টর স্বপ্না ভৌমিকের এই সাফল্য শুধু বিলোনিয়া নয়, সমগ্র ত্রিপুরা পুলিশের জন্য এক অনন্য প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে।

Page 3_5_7.pmd 3 02-11-2025, 00:56

অক্টোবর ৩০ তারিখে কাকচিং লামখাই-পালেল সড়কে ৪ ছাত্রের উপর আক্রমণ, ৫ জন গ্রেফতার

ইম্ফল, ১ নভেম্বর : মণিপুর পুলিশ ৩০ অক্টোবর রাতে কাকচিং লামখাই-পালেল সড়কের বিজয়পুর এলাকায় চার ছাত্রের উপর আক্রমণের পর পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ ৩১ অক্টোবর এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করে, এবং এই আক্রমণের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের নাম জানা গেছেএলাংবাম অরুণ সিংহ (১৯), পল্লেল থঙওয়াংমা; ময়েংবাম মঙ্গলেম সিংহ (২২), পল্লেল চাঁদেল লামখাই; নেপ্রাম জিতান সিংহ (১৮), পল্লেল থঙওয়াংমা; মৈরাংথেম চিংলে মৈতে (১৯), পল্লেল থঙওয়াংমা; এবং মৈরাংথেম লিনথৌ মৈতৈ, পল্লেল থঙওয়াংমা।

তদন্তের অংশ হিসেবে, পুলিশ দুইটি যানবাহনও আটক করেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে আরও যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে, এবং পুলিশ তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করতে চাচ্ছে যে, আক্রমণে আরো কেউ জড়িত ছিল কিনা।

বিহার সরকারের মুসলিম প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গে তেজস্বী যাদবের মন্তব্য, মুসলিম উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ নিশ্চিত

পাটনা, ১ নভেম্বর : বিহারে মহাগঠবন্ধন ক্ষমতায় এলে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ রাখা হবে, এমনটি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা এবং বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী তেজস্বী যাদব। শনিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, মহাগঠবন্ধনে একাধিক উপ-মুখ্যমন্ত্রী থাকবে, যাদের মধ্যে একজন মুসলিম সম্প্রদায়েরও হবেন।

সম্প্রতি, ভিআইপি প্রধান মুকেশ সহানিকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রস্তাব দেওয়া হলে, মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যও একটি উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ দেয়ার দাবি আরও জোরাল হয়েছে। বিহারের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের হওয়ায়, কংগ্রেসসহ মহাগঠবন্ধনের অন্যান্য মিত্র দলের নেতারা এই দাবি সমর্থন করেছেন।

এদিন ভারতের টিভি চ্যানেল ইন্ডিয়া টুডে'র রাজদীপ সরদেসাইয়ের এক প্রশ্নের জবাবে তেজস্বী যাদব বলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থাকবে।" তিনি আরও বলেন, "একাধিক উপ-মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, এর মধ্যে একজন মুসলিম সম্প্রদায়েরও থাকবেন, আরেকজন হয়তো দলিত সম্প্রদায়ের হতে পারেন। এটি আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে।"

এছাড়া, তেজস্বী যাদব জানান, "আশোক গেহলটজি বলেছিলেন, যদি মুকেশ সহানিকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করা হয়, তাহলে আরও কয়েকজনকে এই পদ দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্বেগ-আবেগের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে।"

তেজস্বী যাদব বলেন, "এবার মহাগঠবন্ধন সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করেছে, আমরা সবাইকে সাথে নিয়ে চলবো। মুসলিম, দলিত, ওবিসি, ইবিসি এবং উচ্চবর্ণসব সম্প্রদায়কে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে।" তিনি আরও যোগ করেন, "আরজেডি এবং মহাগঠবন্ধন একমাত্র দল যারা সংখ্যালঘু, ওবিসি, ইবিসি এবং উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্য সঠিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছে।"

অন্যদিকে, শাসক জোট এনডিএও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং জেডি(ইউ) নেতা নীতীশ কুমার সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন যে, বিরোধী দলগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করছে, কিন্তু তারা কখনোই মুসলিমদের জন্য বাস্তব প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী মণীন্দ্র রিয়াং যোগ দিলেন রাষ্ট্রীয় লোক দলে, পেলেন রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব

আগরতলা, ১ নভেম্বর : দিল্লিতে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী মণীন্দ্র রিয়াং আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন রাষ্ট্রীয় লোক দলে (আরএলডি)। দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ত্যাগ ও জনমুখী কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেছে।

শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি মণীন্দ্র রিয়াং বলেন, "ত্রিপুরার আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন, শান্তি ও স্বশাসনের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমি রাষ্ট্রীয় লোক দলে যোগ দিয়েছি। দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা আন্তরিকভাবে পালন করব।

তিনি আরও জানান, আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। দলীয় সংগঠন সম্প্রসারণ, গ্রামীণ পর্যায়ে নেতৃত্ব গঠন ও আদিবাসী অঞ্চলের উন্নয়নের বিকল্প রূপরেখা তৈরির কাজে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মণীন্দ্র রিয়াং পূর্বে সিপিআই প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হয়ে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি ত্রিপুরা মথা দলে যোগ দেন। পরবর্তীতে কংগ্রেসে যোগদানের পর রাজনৈতিক পথপরিক্রমায় আবারও দলবদল করে এবার তিনি রাষ্ট্রীয় লোক দলে যোগ দিলেন।

রাজনৈতিক মহলে তাঁর এই পদক্ষেপকে আগামী এডিসি নির্বাচনের আগে একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক সমীকরণের পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

চুৎইয়া সম্প্রদায়ের এসটি মর্যাদা দাবিতে মহাসমাবেশ, ২০২৬ নির্বাচনের আগে সড়ক-মহাসম্মেলন করার হুমকি

শিবসাগর, ১ নভেম্বর: শনিবার, ১ নভেম্বর, আসামের অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক একত্রিত হয়ে চুৎইয়া সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত উপজাতি মর্যাদার দাবিতে বৃহত্তম জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করেছে। উষাপুর মাঠে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশটি ছিল তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, , চাড়া ও নাজিরা উপমণ্ডলসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত চুৎইয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনগুলির যৌথ আয়োজনে।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন যে, সরকার চুৎইয়া সম্প্রদায়ের এসটি মর্যাদার দীর্ঘকালীন দাবিতে একাধিকবার মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করেছে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এবং স্মারকলিপি দেওয়া সত্ত্বেও, তারা বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কেবল মৌখিক আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সমাবেশ শেষে, একজন বিশাল মিছিল ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৭-এ মোরান শহর দিয়ে বের হয়, যেখানে প্রতিবাদী জনতা শ্লোগান দেয়, 'আমরা মরব, কিন্তু এসটি মর্যাদা পাবো', 'এসটি না, বিশ্রাম না, ভোট না।'

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে, যদি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই চুৎইয়া সম্প্রদায়ের এসটি মর্যাদার দাবি মেনে না নেওয়া হয়, তবে তারা রাজ্যব্যাপী আরো বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবেন এবং শাসক বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

এছাড়া, আন্দোলনের নেতারা বলেছেন, এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং একটি সামাজিক ন্যায় ও সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। তারা শাসক বিজেপি সরকারের চুৎইয়া সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীদেরও সমালোচনা করেন, যারা সম্প্রদায়ের কল্যাণ এবং স্বীকৃতির পক্ষে যথাযথভাবে লড়াই করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন।

'সিএম পদে বসার যোগ্য নন': পাকিস্তানি এজেন্ট দাবি নিয়ে গৌরব গোগোইয়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া, হিমন্তা বিশ্ব শর্মাকে আক্রমণ

গুয়াহাটি, ১ নভেম্বর : অসম কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গোগোই ১ নভেম্বর দাবি করেছেন যে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তা বিশ্ব শর্মা রাজ্যের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য 'অযোগ্য'। এটি এমন একটি সময়ে এসেছে যখন বিজেপি নেতা শর্মা গোগোইকে 'পাকিস্তানি এজেন্ট' বলে আক্রমণ করেছেন, এবং বিদেশি শক্তির দ্বারা তার প্রতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন।

গোগোই শর্মার অভিযোগের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'এই ধরনের মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা হারানোর ভয়কে প্রকাশ করে।' তিনি আরও বলেন, 'গতকাল যখন পুরো রাজ্য জুবে গার্গের শেষ ছবি "রই রই বিনালে" দেখছিল, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য কেবল তার উদ্বেগ এবং হতাশার প্রকাশ।'

গোগোই তার সামাজিক মাধ্যম "এক্স" প্ল্যাটফর্মে লেখেন, 'হিমন্তা বিশ্ব শর্মা "দাংগোরিয়া" তার মর্যাদা হারিয়েছেন।'

শর্মা বারবার দাবি করেছেন যে, গোগোই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কিত তার ব্রিটিশ স্ত্রীর মাধ্যমে, এবং এই অভিযোগের পক্ষে তার কাছে প্রমাণ রয়েছে। তিনি গত শুক্রবারও ওই অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করেছেন, গোগোইকে 'পাকিস্তানি এজেন্ট' এবং 'বিদেশি শক্তির দ্বারা রোপণ' বলে আক্রমণ করেছেন।

কংগ্রেসের লোকসভার উপনেতা গোগোই এসব অভিযোগকে মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে খারিজ করেছেন, এবং বলেন, 'এগুলি মুখ্যমন্ত্রীর হতাশা ও সংকটের চিহ্ন।'

অসমের জনপ্রিয় সংস্কৃতিক চিত্র তারকা জুবেন গার্গ ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে, এবং সরকার একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করেছে গার্গের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য। গার্গের শেষ ছবি 'রই রই বিনালে' (অশ্রু এখনও গড়াচ্ছে) শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়, যা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

চন্দ্রপুর কলোনিতে ভোজন মাতাদের কুকিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১ নভেম্বর : চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের কনফারেন্স হলে আজ অনুষ্ঠিত হলো চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি অন্তর্গত সমস্ত বিদ্যালয়ের ভোজন মাতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ প্রকল্পের কুক কাম হেল্পারদের কুকিং কম্পিটিশন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শিল্পী দাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতি শুক্ল দাস, এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এস এম সি কমিটির সদস্য বিনয় দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনির উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক তপন কুমার ভৌমিক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহা। চন্দ্রপুর কলোনির সি আর সি অন্তর্গত ২৫টি বিদ্যালয় ও ৩২টি ইউনিটের কুক কাম হেল্পার বা ভোজন মাতারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মন্দিরা সূত্রধর এবং মৃণাল দেবনাথ। বিচার প্রক্রিয়ায় অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করেন, যাতে প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় থাকে।

যাত্রাপুরে ফের গাঁজা ধ্বংস অভিযান

আগরতলা, ১ নভেম্বর : যাত্রাপুর থানাধীন থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকার জঙ্গলে বৃহৎ পরিসরে গাঁজা ধ্বংস অভিযান চালিয়েছে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা। এদিন মোট চারটি প্লটে প্রায় সাত হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানান যাত্রাপুর থানার ওসি সিতি কণ্ঠ বর্ধন।

তিনি জানান, চলতি মৌসুমে এটি অষ্টম দফার গাঁজা ধ্বংস অভিযান চালিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তী, এএসআই তপন দেবনাথ ও কাফুরাই দেববর্মা নেতৃত্বে একদল পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভিযান চালান।

অভিযান চলাকালীন চারটি পৃথক প্লটে গাঁজা চাষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে আইন অনুযায়ী সব গাছ কেটে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ওসি সিতি কণ্ঠ বর্ধন জানান, অবৈধ গাঁজা চাষ রোধে নিয়মিত তল্লাশি ও অভিযানের কাজ চলছে। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ সিআরপিএফ-র

আগরতলা, ১ নভেম্বর: গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সিআরপিএফ।

১২৪ বেটেলিয়ান সি. আর. পি. এফ, শালবাগান, আগারতলা-এর উদ্যোগে দ্যা কম্পিউটার পয়েন্টের মাধ্যমে দুস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ১ নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখ থেকে ২৫ জন ছাত্র/ছাত্রীদের দ্যা কম্পিউটার পয়েন্টের মাধ্যমে বেসিক কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে।

আগামি দিনেও তারা বিভিন্ন উদ্যোগ নেবে। সিআরপিএফ ১২৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

রঞ্জি খেলোয়ার রাজেশ বণিকের প্রয়াণে শোক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের

আগরতলা, ১ নভেম্বর: রঞ্জি খেলোয়ার রাজেশ বণিক আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

রাজ্য রঞ্জি দলে তথা ভারতীয় অনূর্ধ জাতীয় দলে খেলা ক্রিকেটার রাজেশ বনিক প্রয়াত। আজ তার মরদেহ ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন কার্যালয়ের আনা হয়। তাকে ত্রিপুরা ক্রিকেট। এসোসিয়েশনের সম্পাদক সভাপতি সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা শেষ শ্রদ্ধা জানান। তার মৃত্যুর সংবাদে ক্রীড়া মোদী সকলের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিহারে নির্বাচনী প্রচার বৃদ্ধি, বৃষ্টির কারণে প্রচারে বিঘ্ন; মোখামা সংঘর্ষে মৃত্যুর পর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টি আক্রমণ

পাটনা, ১ নভেম্বর : বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের তারিখ ঘনিয়ে আসছে, এবং ভোটের প্রচার তীব্রতর হয়েছে। এই মাসের ৬ তারিখ, রাজ্যের ১৮ জেলার ১২১টি বিধানসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতারা একাধিক জনসভায় ভাষণ দেবেন।

তবে, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অব্যাহত বৃষ্টির কারণে নির্বাচনী প্রচারে বিঘ্ন ঘটেছে। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে গতকাল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সভা বাতিল করতে হয়েছে, যেখানে দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

আজ বিজেপির শীর্ষ নেতা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গোপালগঞ্জ, হাজিপুর এবং সমস্তিপুর জেলায় তিনটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেবেন। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সিভান ও মুজফফরপুরে নির্বাচনী সভায় যোগ দেবেন। জনতা দল (ইউ) সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার মধুবনী, সীতামারি, মুজফফরপুর ও সারান জেলায় নয়টি জনসভায় অংশ নেবেন। বিজেপির শীর্ষ নেতা এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশ মুজফফরপুর ও সারান জেলায় একাধিক সভায় অংশগ্রহণ করবেন, এনডিএ নেতাদের সঙ্গে।

মহাগঠবন্ধন পক্ষ থেকে, মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী প্রসাদ যাদব মুজফফরপুর, গোপালগঞ্জ, সিভান, সারান এবং বৈশালী জেলায় একাধিক নির্বাচনী সভা করবেন। কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সাহারসায় একটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেবেন।

এদিকে, পাটনা জেলার মোখামা এলাকায় প্রচারের সময় সংঘর্ষে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পাল্টাপাল্টি আক্রমণ শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী রায়পুরে ছত্তীসগড়ের নতুন বিধানসভার উদ্বোধন করলেন, অটল বিহারি বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা জানালেন

রায়পুর, ১ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার রায়পুরে ছত্তীসগড়ের নতুন বিধানসভার উদ্বোধন করেছেন। তিনি বলেন, 'আজ যখন ছত্তীসগড় ২৫ বছরের যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলককে পৌঁছেছে, তখন আমি রাজ্যের মানুষের জন্য এই নতুন বিধানসভার উদ্বোধন করতে পেরে গর্বিত।'

ছত্তীসগড়ের জনগণ ও রাজ্য সরকারকে নতুন বিধানসভার উদ্বোধনের উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'ছত্তীসগড়ের ধারণা, এর নির্মাণের সংকল্প এবং সেই সংকল্পের সাফল্যএই প্রতিটি মুহূর্তে আমি ছত্তীসগড়ের পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছি।' তিনি আরও বলেন, 'ছত্তীসগড়ের উন্নয়ন যাত্রার জন্য আজকের দিন একটি স্বর্ণযুগের সূচনা। আমার জন্য এটি অত্যন্ত সুখকর এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন। বহু বছর ধরে আমি এখানে একজন কর্মী হিসেবে সময় কাটিয়েছি এবং এখানে থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এই ভূমি এবং এর জনগণের আশীর্বাদে আমার জীবন গড়ে উঠেছে।'

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আজ যখন আমরা এই ঐতিহাসিক এবং আধুনিক বিধানসভার উদ্বোধন করছি, এটি শুধুমাত্র একটি ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠান নয়, এটি ২৫ বছরের জনগণের আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম এবং গৌরবের উদযাপন হয়ে উঠেছে। আজ ছত্তীসগড় তার স্বপ্নের নতুন শিখরে দাঁড়িয়ে আছে। এই গৌরবময় মুহূর্তে, আমি তাদের মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাই, যাদের দূরদর্শিতা এবং দয়ালু মনোভাব এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই মহাপুরুষ ভারতরত্ন অটল বিহারি বাজপেয়ী।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, '২০০০ সালে যখন অটলজি ছত্তীসগড় রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেন, তা শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল না। এটি ছিল উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা, ছত্তীসগড়ের আত্মাকে চেনানোর সিদ্ধান্ত। তাই আজ যখন এই দুর্দান্ত বিধানসভা ভবনের পাশাপাশি অটলজি-র মূর্তিরও উদ্বোধন হয়েছে, তখন মন বলে ওঠে, অটলজি যেখানে থাকুন না কেন, অটলজি দেখুন, আপনার স্বপ্ন আজ বাস্তব হয়ে উঠছে।'

রাজভবনে ৮ রাজ্য এবং ৫ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ১ নভেম্বর: আজ রাজভবনে মোট ৮টি রাজ্য এবং ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু এই অনুষ্ঠানের সূচনা করে বলেন, এই ধরণের অনুষ্ঠান দেশীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করবে এবং বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ভাবধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান উদযাপনের মধ্যদিয়ে সেইসকল রাজ্যগুলির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং মানুষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার সুযোগ হয়। রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে ভারতবর্ষকে ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সকল অংশের মানুষকে কাজ করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, আজ অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, হরিয়াণা, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ু রাজ্য ও আন্দামান এবং নিকোবর দীপপুঞ্জ, চন্ডীগড়, দিল্লি, লাক্ষাদ্বীপ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস। আজ রাজভবনে কেরালা, হরিয়াণা, তামিলনাড়ু, দিল্লি, ছত্রিশগড় এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এইসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মানুষগণ উপস্থিত ছিলেন।

৬ নভেম্বব ধর্মনগবে জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে জন শুনানি

আগরতলা, ১ নভেম্বর: জাতীয় মহিলা কমিশন আগামী ৬ই নভেম্বর উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর সার্কিট হাউসে সকাল ১০টা থেকে "রাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগ আপনার দ্বার মহিলা জন শুনানি শীর্ষক একটি জন শুনানি কর্মসূচির আযোজন করবে। এই জন শুনানিতে সভাপতিত্ব করবেন ড. অর্চনা মজুমদার, সদস্য, জাতীয় মহিলা কমিশন। এই কর্মসূচিতে ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরা, গোমতী, দক্ষিণ ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা ও উনকোটি জেলার মোট ১৭টি অভিযোগ শুনানি করা হবে, যা বর্তমানে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারাধীন রয়েছে।

এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল মহিলা সংক্রান্ত অভিযোগগুলির দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তি করা এবং অভিযোগকারী মহিলাদের জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ করে দেওয়া। এঘাড়াও, অনুষ্ঠানের দিন নতুন অভিযোগও (ওয়াক-ইন কমপ্লেইন) গ্রহণ ও শুনানি করা হবে। জাতীয় মহিলা কমিশন এই অঞ্চলের সকল মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, তাঁরা যেন এই অভিযোগ নিষ্পত্তির সুযোগ গ্রহণ করেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নও জওয়ান ভারত সভার শতবর্ষ ও ডি ওয়াই এফ আই-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১ নভেম্বর : নও জওয়ান ভারত সভার ১০০ বছর পূর্তি এবং ডি ওয়াই এফ আই-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী বই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে ছাত্র যুব ভবনে। শুক্রবার এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন টিপিএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপিকা আলপনা সেনগুপ্ত। একই উপলক্ষে ডি ওয়াই এফ আই জিরানিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির-এরও আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি পলাশ বনিক, রাজ্য সম্পাদক নবারুন দে, সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। বই উৎসব উপলক্ষে ছাত্র ও যুব সমাজের উপস্থিতিতে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এদিন একই উপলক্ষে ডি ওয়াই এফ আই জিরানিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির-এরও আয়োজন করা হয়। বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাজচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রগতিশীল ভাবধারার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই এই বই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তিন দিন ধরে চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও আলোচনাসভা কর্মসূচিও।

কাঞ্চনপুরে পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠল বিশাল সাপ, অল্পের জন্য রক্ষা যুবক

আগরতলা, ১ নভেম্বর : মাছ ধরতে গিয়ে বিষধর সাপের মুখোমুখি। এমনই এক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে কাঞ্চনপুরের ডাইনছড়া গ্রামে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল সাপটি দেখতে ভিড় জমে পুকুরপাড়ে।

শনিবার সকালে নিজের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরছিলেন স্থানীয় যুবক নিরোধ নাথ। কিন্তু মাছের বদলে জালে উঠে আসে বিশালাকৃতির এক কিং কোবরা সাপ। চোখের সামনে জালের মধ্যে সাপটি নড়াচড়া করতে দেখে আতঙ্কে পুকুরপাড়ে জাল ফেলে দূরে সরে যান নিরোধ নাথ। ভাগ্য ভালো, জাল টানার সময় সাপের ছোবল থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি।

ঘটনার পর মুহূর্তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। সাপটি দেখে তারা অনুমান করেন এটি একটি বিষধর কিং কোবরা, যার দৈর্ঘ্য প্রায় কয়েক ফুট।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল সাপটি দেখতে ভিড় জমে পুকুরপাড়ে। পরে বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হলে কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

স্থানীয়দের বক্তব্য, এত বড় সাপ আমরা এর আগে দেখিনি, ভয়েও কাঁপছিলাম, আবার কৌতূহলেও তাকিয়ে ছিলাম।

ঘটনার পর গ্রামে এখনো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সেই বিশালাকৃতির কিং কোবরা।

উদয়পুরে সিপিএমের উদ্দীপ্ত গণ অবস্থান, বাম সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়

আগরতলা, ১ নভেম্বর: দীর্ঘদিন পর উদয়পুরে বাম সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা গেল। আজ উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত রমেশ চৌমুহনী এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো সিপিআই(এম) উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক গণ অবস্থান কর্মসূচি। সকাল ১০টা থেকেই এলাকায় অস্থায়ী শেড তৈরি করে শুরু হয় এই বামেদের গণ অবস্থান।

গণ অবস্থানে সিপিএম নেতারা একাধিক দাবি তুলে ধরেন। প্রধান দাবিগুলির মধ্যে ছিল, মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগের তদন্ত ও তাঁর পদত্যাগ, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান খুন, সন্ত্রাস, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, এবং নেশা সামগ্রীর অবাধ ছড়াছড়ি রোধ করে যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কাকড়াবন—শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রার্থী রতন ভৌমিক, সিপিএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক দিলীপ দত্ত, জনজাতি নেতা রাজেন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব। বক্তারা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান এবং বিভিন্ন নৃশংস ঘটনার উল্লেখ করেন তৈদুতে ৭২ বছরের বৃদ্ধাকে গণধর্ষণের পর খুন, উদয়পুরের মির্জায় মহিলা মঞ্জু সরকারের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা, গন্ডাছড়ায় ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে শিশু বিক্রি, ধলাই জেলায় শিশু পাচারের মতো ঘটনাগুলি সভায় তীব্র নিন্দিত হয়।

বক্তাদের অভিযোগ, রাজ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধকেউই আজ নিরাপদ নয়। সরকার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, নেতামন্ত্রীরা ঘুষ ও নেশা ব্যবসায় জড়িত। দিলীপ দত্ত বলেন, এই গণ অবস্থান সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। আমরা জনগণকে সংগঠিত করে রাজ্যের এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।

সভাস্থলে বাম সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন পর সিপিএমের পক্ষ থেকে এমন গণ আন্দোলনের ডাক পেয়ে উদয়পুরের বাম সমর্থকদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও আশাবাদ তৈরি হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
02-11-2025, 01:21

রঞ্জি : মন্দালোকে বিঘ্নিত ১ম দিনের খেলা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বড় স্কোরের লক্ষ্যে বাংলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মন্দ আলোতে রঞ্জি খেলার প্রথম দিনের অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। গ্রুপের আরও দুইটি ম্যাচ বৃষ্টি বিঘ্নিত অবস্থায় শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গ, এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা বনাম বাংলার রঞ্জি ম্যাচকে ঘিরে। সারাদিনে যতটুকু খেলা হয়েছে, সফরকারি বাংলার একটিমাত্র উইকেটের দখল নিতে সক্ষম হয়েছেন ত্রিপুরার বোলাররা। ৬০ ওভার খেলা হয়েছে। এক উইকেটের বিনিময়ে বেঙ্গল ১৭১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। ওপেনার সুদীপ কুমার ঘরামির অপরাজিত ৭০ রান এবং শাকির হাবিব গান্ধীর অপরাজিত ৮২ রান উল্লেখযোগ্য।

সকাল সাড়ে আটটায় ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুড়া সিং প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে মন্দালোকে বিঘ্নিত প্রথম দিনের ৬০ ওভারের খেলায় বাংলা ১৭১ রান সংগ্রহ করেছে। সুদীপ ১৬৯ বল খেলে ন-টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭০ রান সংগ্রহ করে এবং সাকিব ১৮৭ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি মেরে ৮২ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেটে রয়েছেন।

একমাত্র উইকেটটি পেয়েছে অভিজিৎ সরকার খেলার চার রানের মাথায়। কিন্তু প্রথম উইকেটের জুটিতে সুদীপ ও সাকির ১৬৭ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত রয়েছেন।

বলা বাহুল্য, গুয়াহাটিতে আসাম ও রেলওয়েজের ম্যাচে সারাদিনে নয় ওভারের খেলায় রেলওয়েজ বিনা উইকেটে ৩৯ রান সংগ্রহ করেছে। আহমেদাবাদে গুজরাট - হরিয়ানা ম্যাচে একটি বলও খেলা হয়নি। দিল্লির পালামে শুরু হওয়া ম্যাচে উত্তরাখণ্ড প্রথম দিনের ৯০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২১৩ রান সংগ্রহ করেছে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে তরুণ সংঘকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো এনএসআরসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে জয় এন এস আরসিসির দলের। শনিবার টিআইটি মাঠে এনএসআরসিসি দল মুখোমুখি হয় তরুণ সংঘের। ম্যাচে আরসিসির ক্রিকেটাররা তিন উইকেট এর ব্যবধানে হারিয়ে দিল তরুণ সংঘকে। প্রথমে ব্যাট করে তরুণ অসংখ্য দল স্কোর বোর্ডে সংগ্রহ করে ৪০.১ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৯ রান। দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ সাহা সর্বাধিক ৫২ রান করে। এছাড়া রামানুজ দেব ৪৩ সুভম দেবনাথ ১১ উল্লেখযোগ্য রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসাযোগায় ৩১ রানের।

বল হাতে এন এস আরসিসির পক্ষে অংশ ভটনাগার ২১ রানে ৫টি উইকেট নেয়। এছাড়া তনুজিৎ সাহা ২৬ রানে তিনটি এবং যুবরাজ একটি উইকেট নেয়।

জয়ের জন্য এন এস আর সিসির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৫০ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে এনএসআরসিসি দল ৪৮.৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয় দলের পক্ষে জয়দেব আচার্য্য ৪৩, অংশ ভটনাগর ৩০, এমডি আরমান মিয়া ১৭ রান করে। অতিরিক্ত সাহেব ফরসা যোগায় ৪২ রানের।

এতে স্পষ্ট তরুণ সংঘের বোলাররা খুব একটা ভালো বোলিং করতে পারেনি। তরুণ সংঘের পক্ষে রাজদীপ দাস পাঁচটি উইকেট নেয়। একটি উইকেটে ভাগ বসায় ধ্রুবজিত সোম। তবে তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি।

ম্লান অঙ্কিতের সেঞ্চুরি, অনূর্ধ ১৫-তে আরিশ, ময়ুখে প্রথম জয় ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে ব্যাপক রানের ব্যবধানে প্রথম জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। শনিবার নেপকো মাঠে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৯৭ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল শতদল সংঘকে। টস দিতে এদিন ব্লাড মাউথ শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্লাডের অধিনায়কের নেওয়া এই সিদ্ধান্ত টাকে দারুন ভাবে কাজে লাগালো ব্লাড মাউথ ক্লাবের দু তিনজন ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে অবশ্যই বলতে হয় আরিশ মজুমদারের নামটি। সঙ্গে ময়ুক চৌধুরী। এই দুজন ব্যাটসম্যানের ব্যাটে ভর করে তরতরিয়ে বাড়তে থাকে ব্লাডমাউথের রান। আরিফ মজুমদার দুর্দান্ত মেজাজে ১০২ বল খেলে ১৩ টি ৪ এবং ছয়টি ছয়ের সাহায্যে ব্যক্তিগত ১৩২ রান করে। অপরদিকে ময়ূখ চৌধুরী ৫১, বেদব্রত বণিক ৩৫, পাপাই দাস ১০ রান করে। গৌরব ধর ১১ এবং অনিক চৌধুরী ১২ রানে অক্ষত থাকে উইকেটে। শ্রীমান অতিরিক্ত সঙ্গ দেয় ৩৪ রানের। সুবাদে পঞ্চাশ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ব্লাড মাউথের স্কোর দাঁড়ায় ২৯৩ রানে। বলে শতদল সংঘের পক্ষে অভিষেক রায় চৌধুরী দুইটি এবং একটি করে উইকেট নেয় রণক কর রাজবির দাস ও বিভাস দাসরা। পাল্টা খেলতে নেমে শতদল সংঘের ব্যাটসম্যানরাও খুব একটা ভরসা জোগাতে পারেনি। উইকেটের এক দিক আগলে দলের অধিনায়ক অঙ্কিত দাস স্কোরকে রানের অক্সিজেন দিলেও তাকে একজন ব্যাটসম্যান ও যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেনি। একা অঙ্কিত উইকেট আগলে অনবদ্য মেজাজে ১২০ রান করে। এছাড়া তনয় দেবনাথ ১২, রণক কর ৮, এবং রাজবীর দাস ১২ রান করতে সক্ষম হয়। অতিরিক্ত থেকে দল পায় ছয়ত্রিশ রানের ভরসা। ততক্ষণে তেত্রিশ দশমিক দুই ওভারে শতদলের সব উইকেট ম্লান হয়ে যায়। ১৯৬ রানে থেমে যায় শতদলের স্কোর। বল হাতে ব্লাডমাউথের পক্ষে ময়ূখ চৌধুরী তিনটি, আরিস মজুমদার ও বীরেন সরকাররা দুটি করে উইকেট নেয়। সুবাদে শতদলকে রুখে জয়ের সফলতা নিয়েই মাঠ ছাড়ে ব্লাডমাউথ ক্লাবের ক্রিকেটাররা।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে এডি নগরকে হারিয়ে দশমীঘাটের টানা জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা দ্বিতীয় জয় পেলো দশমিঘাট শিবির। টিসি এ পরিচালিত অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে শনিবার তালতলা স্কুল মাঠে দশমিঘাট দল হারিয়ে দিলো এডি নগর প্লে সেন্টারকে। টসে জয়লাভ করে এ ডি নগর শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটাকে মোটামুটি কাজে লাগায় দলের ব্যাটসম্যানরা। সুবাদে ৩৮.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে এডি নগরের স্কোর দাঁড়ায় ১৮১ রানে। দলের পক্ষে সর্বাধিক স্কোর গড়ে শ্রীমান অতিরিক্ত ৬১। এছাড়া আবির ভট্টাচার্য্য ৩৭, দিব্যজ্যোতি ধর ৩৪, ওসমিত দাস ১৬ রান করে। বলে দশমি ঘাটের পক্ষে রিতম দাস ৩৯ রানের পাঁচটি উইকেট নেয়। এছাড়া রাহুল মিয়া তিনটি উইকেটে ভাগ বসায়। পাল্টা খেলতে নেমে দশমীঘাট দল শুরু থেকেই বেশ ভালোভাবে স্কোরকে টানতে থাকে। যার ফলে স্কোরবোর্ডে তরতরিয়ে বাড়তে থাকে রানের দৌড়। সুবাদে ৪৮ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে দশমিঘাট শিবির জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে অনিরুদ্ধ ৩৯, জয়ন্ত সাহা ২৯, রাহুল মিয়া ১৫, জয় সরকার ২৫ নট আউট, জয়দেব দাস ২১ রান করে। অতিরিক্ত বাবু যোগান দেয় ৩৯ রানের। সুবাদে চার উইকেট এর ব্যবধানে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নিল দশমি ঘাটের ক্রিকেটাররা।

সিডনির হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শ্রেয়স, তাঁকে কবে দেশে ফেরাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড?

স্বস্তি। সিডনির হাসপাতাল থেকে শনিবার ছাড়া পেলেন শ্রেয়স আয়ার। এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ককে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁ দিকের পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স।

শ্রেয়স কবে দেশে ফিরবেন, তা এখনও ঠিক হয়নি। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করবেন বোর্ড কর্তারা। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন শ্রেয়স। দীর্ঘ বিমান সফর করার মতো সুস্থ হওয়ার পরই তাঁকে সিডনি থেকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসা হবে। শ্রেয়সকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার জন্য বিসিসিআই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের প্রতি।

গত ২৫ অক্টোবরের ম্যাচে চোট পাওয়ার পর মাঠ ছেড়েছিলেন শ্রেয়স। সাজঘরে ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভারতীয় দলের চিকিৎসক এবং ফিজিয়ো ঝুঁকি না নিয়ে শ্রেয়সকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে দিন থেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন শ্রেয়স। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে আইসিইউয়ে রাখা হয়। তাঁর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের একটি দল তৈরি করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় দলের চিকিৎসকও সিডনিতে থেকে যান শ্রেয়সের জন্য। তাঁর প্লীহায় ক্ষত ধরা পড়ে। বিশেষ পদ্ধতিতে সেই ক্ষত ঠিক করা হয়। শ্রেয়স বিপন্মুক্ত হওয়ার পর এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে সাধারণ আইসিইউ থেকে বের করে আনা হয় তাঁকে।বিসিসিআই প্রথম থেকে শ্রেয়সের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করেছে। দেশে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া শ্রেয়সের বাবা-মা এবং বোনকে দ্রুত অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর উদ্যোগ নেন বোর্ড কর্তারা। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রেয়সের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করা হয়। মনে করা হচ্ছে, দু'-তিন সপ্তাহ পর শ্রেয়স মাঠে ফিরতে পারবেন।

বাবরের ব্যাটে ভেঙে গেল রোহিতের বিশ্বরেকর্ড, মাত্র ১১ রান করেই নজির পাক ব্যাটারের!

নতুন নজির বাবর আজমের। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রোহিত শর্মার বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন বাবর। তাতেই গড়েছেন নতুন কীর্তি।টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এত দিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান ছিল রোহিতের। ২০২৪ বিশ্বকাপের পর টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক থেকে অবসর নেওয়া রোহিত করেছেন ৪২৩১ রান। শুক্রবার তাঁকে টপকে গিয়েছেন বাবর। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়কের রান এখন ৪২৩৪। তিনিই এখন ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের মালিক। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে ৪১৮৮ রান করেছেন কোহলি। প্রথম পাঁচে এর পর রয়েছেন জস বাটলার এবং পল স্টার্লিং। তাঁরা করেছেন যথাক্রমে ৩৮৬৯ এবং ৩৭১০ রান।১৩০তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন বাবর। তিনটি শতরান এবং ৩৬টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর। বাবরের স্ট্রাইক রেট ১২৯। অন্য দিকে, রোহিত খেলেছেন ১৫৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। পাঁচটি শতরান এবং ৩২টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর। রোহিতের স্ট্রাইক রেট ১৪০.৮৯। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের থেকে ২৯টি ম্যাচ কম খেলেই তাঁকে টপকে গেলেন বাবর। উল্লেখ্য, প্রায় ১০ মাস পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলছেন বাবর।শুক্রবারের ম্যাচ ৯ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে পাকিস্তান। প্রথমে ১১০ রানে শেষ হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (২৫) ছাড়া কেউ বলার মতো রান করেননি। ২৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন ফাহিম আশরফ।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে মৌচাক প্লে সেন্টার। প্রতিপক্ষ পোলস্টারকে নয় উইকেট এর ব্যবধানে হারিয়ে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের বি গ্রুপের। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতায় ৩২.৫ ওভারে ৪০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পোলস্টারের মনীষ নাগ সর্বাধিক ১৫ রান পায়। মৌচাকের বিপ্রজিৎ রায় বর্মন ৬ রানে চারটি উইকেট দখল করে পোলস্টারকে থামানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও উপায়। এছাড়া, অরূপ দাস পেয়েছে দুটি উইকেট ৪ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ১২ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মৌচাকের চয়ন দেবনাথ এর ২৬ রান এবং অঙ্কন দাসের ১২ রান উল্লেখযোগ্য। পোলস্টারের অনির্বাণ দাস এক রানে একটি উইকেট পেয়েছিল।

অনুরাগীকে ১৯ রানে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক এনএসআরসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা তিন নিচে জয় অর্থাৎ হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে এনএসআরসিসি। তৃতীয় রাউন্ডের খেলায়। প্রথম ম্যাচে পোলস্টারকে ৩৩ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জুয়েলসকে ৯৪ রানে হারানোর পর আজ, শনিবার ক্রিকেট অনুরাগীকে ১৯ রানে হারিয়ে এনএসআরসিসি সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট গ্রুপ লীগের খেলায় জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। সকালে পঞ্চায়েত মাঠে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এনএসআরসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অঙ্কিত ঘোষের ৫৮ রান এবং রৌনক দাসের ৩৫ রান উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট অনুরাগীর বিশাল রুদ্র পাল দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ৩৭.৪ ওভার খেলে ১৪০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ক্রিকেট অনুরাগীর উদয়ন পাল সর্বাধিক ৫২ রান পেয়েছিল। এনএসআরসিসি-র অনিমিত্র দত্ত ও কৌশিক ঘোষ দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। প্লেয়ার। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্য হিসেবে অঙ্কিত প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

প্রগতির জয়ের ধারা থামিয়ে মূল পর্বের আশা জিইয়ে মডার্নের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবার জয়ে ফিরেছে মডার্ন প্লে সেন্টার। তাও প্রগতির জয়ের ধারা থামিয়ে। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের এ গ্রুপের খেলায় মডার্ন প্লে সেন্টার ২৭ রানের ব্যবধানে প্রগতি প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট সহ করে নিয়েছে। এর সুবাদে মডার্ন প্লে সেন্টার মূল পর্বের আশা জিইয়ে রেখেছে। পশ্চিম নোয়াবাদি স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে মডার্ন প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১০১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বিহান কৈরির ৪৩ রান, দেবজিৎ শীল এর ২২ রান উল্লেখযোগ্য। প্রগতির বোলার বিরাট দাস ১১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার ২৭.৪ বার খেলে ৭৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। প্রগতির উজ্জ্বল দেবনাথ সর্বাধিক ২১ রান পেয়েছিল। মডার্নের অভিজ্ঞান দে ১৩ রানে চারটি এবং দেবজিৎ শীল ৬ রান ৩ টি উইকেট পেয়েছে।

মন্ধানা বনাম কাপ, উলভার্ট বনাম ক্রান্তি!

রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে নজরে যে পাঁচ লড়াই

সেমিফাইনালে কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনালে যে দলই জিতুক মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপে এ বার দেখা যাবে নতুন চ্যাম্পিয়ন। রবিবার নবি মুম্বইয়ের মাঠে দেখা যাবে বেশ কয়েকটি লড়াই। তেমনই পাঁচটি লড়াইয়ের কথা তুলে ধরল আনন্দবাজার ডট কম।

ভারতের ওপেনার স্মৃতি মন্ধানা ফর্মে রয়েছেন। আট ম্যাচে ৩৮৯ রান করে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের মালকিন তিনি। মন্ধানা ভারতকে ভাল শুরু দিলে দলের জেতার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়। ফাইনালে তাঁকে সামলাতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার মারিজান কাপকে। বিশ্বকাপে আট ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছেন। ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে দিয়েছেন। ফলে ফাইনালে মন্ধানা বনাম কাপের লড়াই দেখা যাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট সেমিফাইনালে একাই করেছেন ১৬৯ রান। দলের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপে আট ম্যাচে সর্বাধিক ৪৭০ রান তাঁর। উলভার্টকে থামানোর দায়িত্ব থাকবে ভারতের ক্রান্তি গৌড়ের কাঁধে। বিশ্বকাপে ৯ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। সেমিফাইনালে অ্যালিসা হিলিকে আউট করে অস্ট্রেলিয়াকে বড় ধাক্কা দিয়েছিলেন। সেই কাজটাই করার চেষ্টা করবেন ক্রান্তি। দেখা যাবে উলভার্ট বনাম ক্রান্তির লড়াই।

একার কাঁধে ভারতকে বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেছেন জেমাইমা রদ্রিগেজ। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রায় ৫০ ওভার ব্যাট করে অপরাজিত ১২৭ রানের ইনিংস খেলেছেন। বিশ্বকাপে সাত ম্যাচে ২৬৮ রান তাঁর। অপর দিকে রয়েছেন নোনকুলুলেকো এমলাবা। কাপের মতোই তিনিও ১২ উইকেট নিয়েছেন। তিন নম্বরে নামা জেমাইমাকে বাউন্সারে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করবেন তিনি। ফলে তাঁদের মধ্যেও লড়াই দেখা যাবে।

বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে শতরান করেছিলেন তাজমিন ব্রিটস। চলতি বছর এক দিনের ক্রিকেটে পাঁচটি শতরান রয়েছে তাঁর। উলভার্টের সঙ্গে ওপেন করেন। ব্রিটসের সঙ্গে লড়াই দেখা যাবে ভারতের রেণুকা সিংহ ঠাকুরের। বিশ্বকাপে মাত্র তিনটি উইকেট নিলেও রেণুকার বোলিং সমস্যায় ফেলেছে ডানহাতি ব্যাটারদের। বিশেষ করে তাঁর ভিতর দিকে ঢুকে আসা বল খেলা খুব কঠিন। পাশাপাশি অভিজ্ঞতাও রয়েছে রেণুকার। সেটা কাজে লাগাবেন তিনি। ফলে ব্রিটসের সঙ্গে তাঁর লড়াই দেখা যাবে।

শেষ কয়েকটি ম্যাচে ফর্মে ফিরেছেন হরমনপ্রীত কৌর। ভারত অধিনায়ক আট ম্যাচে ২৪০ রান করেছেন। মিডল অর্ডারে দলের রান টানার দায়িত্ব থাকে তাঁর। সেখানে তাঁকে সামলাতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার নাদিন ডি ক্লার্ককে। বিশ্বকাপে আট উইকেট নিয়েছেন ডি ক্লার্ক। হরমনপ্রীত পেসারদের বিরুদ্ধে ভাল খেলেন। বল ব্যাটে এলে শট মারতে সুবিধা হয় তাঁর। কিন্তু অফ স্পিনারদের সামনে সমস্যা হয় তাঁর। ডি ক্লার্ক অফ স্পিনার। হরমনপ্রীতের বিরুদ্ধে তাঁকে ব্যবহার করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে ভারতের ইনিংসের মিডল অর্ডারে এই দুই ক্রিকেটারের লড়াই দেখা যাবে।

রবিবার ভারতের প্রতিপক্ষ বৃষ্টিও, ফাইনাল ভেস্তে গেলে কার হাতে উঠবে বিশ্বকাপ?

রবিবার প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে নামবে ভারতীয় মহিলা দল। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। নবি মুম্বইয়ে বহু প্রতীক্ষিত সেই ম্যাচে বৃষ্টির আশঙ্কা প্রবল। এই পরিস্থিতিতে খেলা ভেস্তে গেলে কোন দলের হাতে উঠবে ট্রফি?

জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। বজ্রপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। অ্যাকুওয়েদার জানাচ্ছে, শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ৮৬ শতাংশ। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা ৬৩ শতাংশ। বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫০ শতাংশেরও বেশি। এই মাঠেই বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল সেই ম্যাচ।

রবিবার যদি খেলা না হয়, সেক্ষেত্রে আইসিসি একটা রিজার্ভ ডে রেখেছে।

সেক্ষেত্রে ৩ নভেম্বর, সোমবার ফের হবে ফাইনাল। এদিনও বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৫ শতাংশ। প্রশ্ন হল, দু'দিনই যদি বৃষ্টিতে খেলা পরিত্যক্ত হয়, তাহলে কাদের হাতে উঠবে বিশ্বকাপ ট্রফি? উত্তর হল দক্ষিণ আফ্রিকা। কারণ গ্রুপ পর্বে ভারতের থেকে এগিয়ে ছিল দক্ষিণ আফিকা। অর্থাৎ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের প্রতিপক্ষ বৃষ্টি। গ্রুপ পর্যায়ে ভারতকে হারতে হয়েছিল প্রোটিয়াদের কাছে। সেটাও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে একটা অ্যাডভান্টেজ। ভারতীয় সমর্থকদের এখন একটাই প্রার্থনা, ফাইনালে যেন বৃষ্টি না হয়। উল্লেখ্য, এই বিশ্বকাপেই হারের হ্যাটট্রিক করেছিল 'উইমেন ইন ব্লু'। কেউই ভাবেননি হরমনপ্রীতরা ফাইনালে উঠবেন। কিন্তু সেমিফাইনালে মহাশক্তিধর অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া বড় রান তাড়া করে জেতে ভারত। অনবদ্য খেলেন জেমাইমা রদ্রিগেজ (১২৭), অধিনায়ক হরমনপ্রীত (৮৯)। জেমিদের এমন লড়াইয়ে উচ্ছ্বসিত আসমুদ্রহিমাচল।

'এক-দু'দিনেই চলে আসবে এশিয়া কাপ ট্রফি', আশাবাদী বোর্ড সচিব, না এলে উপযুক্ত ব্যবস্থা

এশিয়া কাপের একমাস কেটে গিয়েছে। এরপর দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ানডে সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও চলছে। গোটা মাসে একটা জিনিসে কোনও বদল হয়নি। তা হল, ভারত এখনও এশিয়া কাপের ট্রফি হাতে পায়নি। এবং তা এখনও পিসিবি প্রধান এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির জিম্মায়। তবে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার আশা, এক-দু'দিনের মধ্যে মুম্বইয়ে বিসিসিআই দপ্তরে ট্রফি চলে আসবে। যদিও এর অন্যথা হলে নকভির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঙ্কার দেন বোর্ড সচিব।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই'কে সাইকিয়া বলেন, "একটা মাস কেটে গিয়েছে। এখনও আমাদের হাতে ট্রফি দেওয়া হয়নি। বিষয়টা নিয়ে আমরা অসন্তুষ্ট। এটা নিয়ে বহুবার বলা হয়েছে। ১০ দিন আগেও এসিসি'র চেয়ারম্যানকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তারপরেও বিষয়টা সমাধান হয়নি। এখনও নিজেদের হেফাজতেই ট্রফি রেখে দিয়েছে এসিসি। আশা করি এক-দু'দিনের মধ্যে মুম্বইয়ে বিসিসিআই দপ্তরে ট্রফি চলে আসবে।"

কিন্তু এর অন্যথা হলে আইসিসি'র বৈঠকে বিষয়টি জানানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব। তাঁর কথায়, "বিষয়টি কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, তা আমরা জানি। ট্রফি ভারতে ফিরবেই। এ ব্যাপারে দেশের জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারি। আমরা পাকিস্তানকে সব ম্যাচে হারিয়েছি। ট্রফি জিতেছি। কেবল ট্রফিটাই আসছে না। আশা করি, শুভবুদ্ধির উদয় হবে।" প্রসঙ্গত, ৪ নভেম্বর দুবাইতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের ত্রৈমাসিক বৈঠক। উল্লেখ্য, এসিসি বৈঠকে কোনও দলেরই সমর্থন পাননি নকভি। যেভাবে তিনি ট্রফি নিয়ে পালিয়েছেন, তা কোনও দেশই সমর্থন করেনি। সূত্রের খবর, ভারতের দুই প্রতিনিধি রাজীব শুক্লা এবং আশিস শেলার ট্রফি ইস্যুকে সামনে রেখে প্রতিবাদও করেছিলেন। এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতীয় দল নকভির কাছ থেকে ট্রফি ও মেডেল নিতে অস্বীকার করেছিল। পরিবর্তে ট্রফি নিয়ে 'চম্পট' দেন নকভি। অনেকেই বলছেন, আসলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সজোরে 'থাপ্পড়' সহ্য করতে না পেরে 'প্রতিশোধস্পৃহা' জেগে উঠেছিল তাঁর। সেই কারণেই হয়তো ভারতকে এখনও ট্রফি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। আর এবার বিসিসিআই সচিবও যা নিয়ে সরব। এক-দু'দিনের মধ্যে ট্রফি ফেরত না পেলে আইসিসি'র সভায় বিষয়টা জানানো হবে বলে হুঙ্কার দিয়ে রাখলেন তিনি।

০ বলে ১৭ রান প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ব্যর্থ ঋষভ পন্থ

প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে রান পেলেন না ঋষভ পন্থ। দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে ১৭ রানের বেশি করতে পারেননি তিনি।

ভারত এ দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পন্থ। চার দিনের টেস্টে শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের খেলা ছিল। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নামেন পন্থ। মাত্র ২০ বল উইকেটে ছিলেন তিনি। দু'টি চার মারেন। জোরে বোলার ওকুলে সেলের বলে জুবায়ের হামজার হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন তিনি। গত ইংল্যান্ড সফরে পায়ে চোট পাওয়ার পর এই ম্যাচেই মাঠে ফিরেছেন ঋষভ। প্রথম দিন একটি ক্যাচ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন ১৭ রানে আউট হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের প্রথম ইনিংস শেষে হয় ৩০৯ রানে। অফ স্পিনার তনুশ কোটিয়ান ৪ উইকেট নেন। জবাবে ভারত এ দল প্রথম ইনিংসে ২৩৪ রানের বেশি করতে পারেননি। ভাল রান বলতে আয়ুষ মাত্রের ৬৫ এবং আয়ুষ বাদোনির ৩৮। অফস্পিনার প্রেনেলান সুব্রায়েন ৫ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা বিনা উইকেটে ৩০ রান তুলেছে। তারা ১০৫ রানে এগিয়ে, হাতে ১০ উইকেট।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে বাদ দিয়ে ভারতকে কল্পনাও করা যায় না

বিভিন্ন রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে একীভূত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি : সাংসদ বিপ্লব

আগরতলা, ১ নভেম্বর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে বাদ দিয়ে ভারতকে কল্পনাও করা যায় না। তিনি তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে একীভূত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আজ সামাজিক মাধ্যমে লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে একথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন শ্রীদেব বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সরকারিভাবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন শাখা সংগঠনের তরফ থেকেও রান ফর ইউনিটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সর্দার বল্লভাই প্যাটেলকে বাদ দিয়ে ভারতকে কল্পনাও করা যায় না। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার এই কাজের জন্য তাকে 'ভারতের লৌহমানব' বা 'ভারতের একীভূতকারী' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

তাঁর কথায়, সর্দার প্যাটেলকে ভারতের লৌহমানব বলা হয় কারণ তার দৃঢ় নেতৃত্ব, বলিষ্ঠ সংকল্প এবং স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলোকে একীভূত করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য। বিনা রক্তপাতে তিনি ৫৬৫টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে একীভূত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার এই দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার জন্য তিনি বিখ্যাত।

এদিন তিনি আরও বলেন, সর্দার বল্লভাই প্যাটেলের শক্তিশালী ভারত নির্মাণের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বিভিন্ন দিক দিয়ে এগিয়ে গেছে। সর্দার বল্লভাই প্যাটেলের অবদানকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সচিবালয়ে টাস্ক মনিটরিং ব্যবস্থা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১ নভেম্বর: আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে টাস্ক মনিটরিং ব্যবস্থা নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। সভায় তিনি বলেন, নাগরিক সুবিধা প্রদানে প্রতিটি দপ্তরকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে তা সঙ্গে সঙ্গেই নিরসনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দপ্তরগুলিকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

এক্ষেত্রে টাস্ক মনিটরিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি জেলার নোডাল অফিসারদের আরও গুরুত্ব সহকারে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, স্বাস্থ্য দপ্তরের পিআরও পারিজাত দত্ত প্রমুখ। সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও প্রযুক্তি, আরক্ষা, পূর্তদপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ৩৯ দফা দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ১ নভেম্বর: বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ঘোষিত ৩৯ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে দেশজুড়ে শনিবার সাংবাদিকেরা সমাবেশ ও ব্যাপক বিক্ষোভ করেছেন।

ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত প্রধান সমাবেশে বিএফইউজে সাধারণ সম্পাদক কাদের গনি চৌধুরী বলেন, "আমরা এমন এক পরিবর্তিত গণমাধ্যম পরিবেশ চাই, যেখানে সাংবাদিকরা নির্ভয়ে, নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবেন।"

মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে নবম বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন, 'নো ওয়েজ বোর্ড, নো মিডিয়া' নীতি, সাংবাদিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, সপ্তাহে দুই দিন ছুটি, এবং সব 'গণমাধ্যমবিরোধী আইন' বাতিল।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)-এর সভাপতি শহিদুল ইসলাম এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজসহ অন্যান্য বক্তারা জেলা প্রতিনিধিদের ন্যায্য পারিশ্রমিক, লিখিত চুক্তি, বীমা সুবিধা ও সাংবাদিক হত্যা-হয়রানি বন্ধের দাবি জানান। বক্তারা বলেন, "অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষাই জাতির বড় চ্যালেঞ্জ।" প্রসঙ্গত, বিএফইউজের এই দেশব্যাপী আন্দোলন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাংবাদিক সমাজের সবচেয়ে বড় ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মধুবন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ, হেল্পারের অনুপস্থিতিতে একাই সামলাচ্ছেন দিদিমনি, ক্ষোভ অভিভাবকদের

আগরতলা, ১ নভেম্বর : রাজনৈতিক আশ্রয়ের জোরে সরকারি দায়িত্বে গাফিলতি এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে মধুবন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এক হেল্পারের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রের হেল্পার সুমিতা আচার্য্যী দীর্ঘদিন ধরে নিজের কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। অভিযোগ, তিনি শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকে প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে সময় কাটান, অথচ নিয়মিত কাজে যোগ দেন না। ফলে কেন্দ্রের দায়িত্ব এখন কার্যত একাই সামলাচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (দিদিমনি)। তিনি একদিকে শিশুদের পড়াচ্ছেন, অন্যদিকে মাঝেমধ্যে নিজের হাতে রান্নার কাজও করছেন।

এমনকি, সময় পেলে কিছু অভিভাবকরাও রান্নার কাজে সহায়তা করছেন, যা প্রশাসনিকভাবে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয়রা। দিদিমনি বারবার উর্দতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালেও, তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় অভিভাবকরা সংবাদমাধ্যমকে জানান, দিনের পর দিন হাজিরা খাতায় হেল্পারের নাম পড়ে থাকছে। এতে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার মানে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। তাদের প্রশ্ন, একজন দিদিমনি কি পড়াবেন, না হেল্পারের কাজ করবেন? অভিভাবকদের দাবি, অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক, নচেৎ তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কাঁঠালিয়া ব্লকে বানরের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত গ্রামাঞ্চল, কৃষিজমি পরিণত হচ্ছে পতিতভূমিতে

আগরতলা, ১ নভেম্বর : গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যেন সেনা অভিযানে নেমেছে একদল বানর। শনিবার সকালেই কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রামে এমনই এক অস্বাভাবিক দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়। দলে দলে বানর হানা দিচ্ছে গ্রামীণ এলাকা ও কৃষিজমিতে, ফলে আতঙ্ক ও অসহায়তা ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বানরের হামলা। কখনও বাড়ির ছাদে, কখনও ক্ষেতের ধারে বা বাজারে বানরের দল নেমে পড়ছে তাণ্ডব চালাতে। তাদের উপদ্রবে কৃষক ও গৃহস্থ উভয়েই আজ চরম বিপাকে পড়েছেন।

গ্রামবাসীদের দাবি, গত কয়েক বছরে এমন মাত্রার বানর উৎপাত দেখা যায়নি। কিন্তু চলতি বছরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারা জানান, বনদপ্তর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, ফলে সমস্যা দিন দিন আরও বাড়ছে।

বানরের ভয়েই কাঁঠালিয়া ব্লকের দক্ষিণাঞ্চলের বহু কৃষিজমি এখন পতিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কালীকৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাইচ্চা ডেবা কৃষি মাঠে প্রায় শতাধিক কানি জমিতে ফসল চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। একইভাবে সোনামুড়া- বিলোনিয়া বাইপাস সড়কের দুই পাশে বড়পাথর কৃষি মাঠের প্রায় ২০০ কানি জমিও বানরের উপদ্রবে পতিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে, যেসব চাষি কিছু লুঙ্গা জমিতে আমন ধান রোপণ করেছেন, তারাও এখন চিন্তায়। কারণ, ধান কাটার সময় বানরের হামলা হলে ফসল রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষকদের কথায়, এখন আর ঘরে সবজি রাখা যায় না। বানর এসে সব নষ্ট করে ফেলে। বাধ্য হয়ে বাজার থেকে চড়া দামে সবজি কিনতে হচ্ছে। নিজের উৎপাদিত ফসল খাওয়ার সুযোগও নেই।

কৃষি মহলে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, বানরের এই উপদ্রবের সমাধান কিভাবে হবে? বনদপ্তর ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব বলেই মত স্থানীয়দের।

গ্রামীণ জনজীবনের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যেন ক্রমেই এক অঘোষিত 'বানর সন্ত্রাস'-এ পরিণত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন এলাকার মানুষ।

রাজনৈতিক পরিচিতিব সরকার মানুষের সামগ্রিক বিকাশে কাজ করছে: পর্যনট মন্ত্রী

আগরতলা, ১ নভেম্বর: আজ জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান ২.০) প্রকল্পের আওতাভুক্ত বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের হাতে ঘর নির্মাণের অনুমোদনপত্র প্রদান করা হয়। জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সরকার রাজনৈতিক পরিচিতির উর্দ্ধে ওঠে রাজ্যের সকল মানুষের সামগ্রিক বিকাশে কাজ করছে। সরকারের নিরলস উন্নয়নমুখী কাজের ফলে আজ রাজ্যের পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অর্থনীতির বিপুল উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন উন্নয়নের এই ধারা বজায় থাকলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন্তাপ্রসূত ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে এক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজ সহজতর হবে। উল্লেখ্য, আজকের এই অনুষ্ঠানে নগর এলাকার ২৩৪ জন সুবিধাভোগীকে ঘর নির্মাণের অনুমোদনপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের উপমুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জন্মেজয় চাকমা।

বাংলাদেশ ঐক্যমত্য কমিশনের মেয়াদ শেষ, দেশ সংস্কারে দলগুলির পূর্ণ ঐক্য অধরাই

লতিফুর রহমান

ঢাকা, ১ নভেম্বর: বাংলাদেশের জাতীয় ঐকমত্য কমিশন-এর মেয়াদ শুক্রবার শেষ হয়েছে, কিন্তু বহুল আলোচিত জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে সংস্কারের ব্যাপারে পূর্ণ রাজনৈতিক ঐক্য এখনও অধরাই। পড়ুয়াদের রাজনৈতিক দল ম ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) এবং চারটি বামপন্থী দল ওই সনদে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্যোগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কমিশনটি গঠন করা হয়েছিল, জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে। কমিশন ২৮ অক্টোবর তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। এতে প্রস্তাব করা হয়েছে, গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত জুলাই সনদ বাস্তবায়ন অর্ডার এবং সাংবিধানিক সংস্কার তদারকির জন্য ২৭০ দিনের মেয়াদে দ্বৈত ম্যান্ডেট সংসদ গঠনের প্রস্তাব।

এনসিপি যুগ্ম আহ্বায়ক জাভেদ রাসিন বলেন, "সরকার গণভোটের নির্দেশ জারি করলেই আমরা স্বাক্ষর করব।" তবে কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) এবং বাসদ-এর নেতারা বলেন, সংবিধানের চারটি মৌলিক নীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ পরিবর্তনের ঝুঁকি থাকায় তারা এই চার্টারে সই করতে পারেন না।

কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রিয়াজ জানান, তিনি "এখন থেকে ব্যক্তিগতভাবে পুরো প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন।" এদিকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার ভবিষ্যতে জুলাই সনদ-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, দেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার শনিবার কুয়াকাটায় এক কর্মশালায় বলেন, "অন্তর্বর্তী সরকার একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের পূর্ণ প্রস্তুতিতে আছে।" সমাজমাধ্যমে নির্বাচনী বিলম্বের গুজব খণ্ডন করে তিনি বলেন, "উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।" তাঁর কথায়, "যদি প্রতিটি প্রিসাইডিং অফিসার দায়িত্বশীলভাবে কাজ করেন, তাহলে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে কোনো বাধা থাকবে না। তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করছে কমিশন, যাতে ভোটের সময় সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত হয়।রাষ্ট্রীয় আধিকারিকদের বিদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা: এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সরকারি আধিকারিকদের অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে মন্ত্রকগুলির সচিব ও উপদেষ্টা দপ্তরগুলিকে পাঠানো সার্কুলারে বলা হয়েছে, জুলাইয়ে অর্থ বিভাগের জারি করা নির্দেশ সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন ঊর্ধতন আধিকারিক একসঙ্গে বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন। নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক দায়িত্ব ও নির্বাচনী কাজে মনোযোগ নিশ্চিত করতে বিদেশ সফর সীমিত রাখতে হবে। শুধুমাত্র "জাতীয় স্বার্থ বা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সফরই" অনুমোদিত হবে।

বিশালগড়ে ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুই ভাই আটক, উত্তপ্ত পরিস্থিতি ধ্বজনগর গ্রামে

বিশালগড়, ১ নভেম্বর : সাত সকালে বিশালগড়ের ধ্বজনগর গ্রাম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাষ্ট্রবাদী গোষ্ঠী লড়াইকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছিনতাইয়ের অভিযোগে অভলাশ সিনহা ও অবিশেষ সিনহা নামে দুই ভাইকে আটক করে স্থানীয় জনতা বেঁধে রাখে। পরে তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।অভিযুক্তদের মা, যিনি স্থানীয় বিজেপি নেত্রী হিসেবে পরিচিত, অভিযোগ করেন, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিনতাই মামলা। আসল বিষয় জমি নিয়ে বিবাদ। কয়েকদিন আগেই আমাদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছিল।" পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুই পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে।

সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় টিএসআর ও এসপিও জওয়ান গুরুতরভাবে আহত

আগরতলা, ১ নভেম্বর: কুমারঘাট শহরের পিডব্লিউডি ডাকবাংলো সংলগ্ন এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় টিএসআর জওয়ান ও এস পি ও জওয়ান গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, গভীর রাতে কুমারঘাট শহরের পিডব্লিউডি ডাকবাংলো সংলগ্ন হালাইমুড়া এলাকায় তিন যুবকের তাণ্ডবে রক্তাক্ত হন টিএসআর জওয়ান দীপক রিয়াং ও এসপিও উজ্বল দেবনাথ। অভিযুক্তরা পরাসর দেব ও রাজদ্বীপ দেব। উভয়েই হালাইমুড়া ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং কুনাল শীল মূলত শিলচর নিবাসী। বর্তমানে কুমারঘাটে ভাড়াটে হিসেবে বসবাসরত।

এসপিও উজ্বল দেবনাথের মাথা ফেটে যায় এবং দীপক রিয়াং-এর মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাত লেগেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতারের সংবাদ নেই।

খয়েরপুরে চলন্ত অটোতে আচমকা আগুন, অল্পতে রক্ষা

আগরতলা, ১ নভেম্বর: আজ সকালে খয়েরপুর দলুরা এলাকায় সিএনজি স্টেশনের কাছাকাছি হঠাৎই একটি অটোতে আগুন লেগে যায়। ওই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অটোটি চলার সময় হঠাৎ ইঞ্জিনের অংশ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত মানুষজন দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। ততক্ষণে অটোটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

অটোতে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক ত্রুটি থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে বলে মনে করছে দমকল সূত্র। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

অনিয়মিত কর্মচারী মিন্টু দেবনাথের পরিবারের পাশে অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা

আগরতলা, ১ নভেম্বর : গত অক্টোবর মাসে ইন্দ্রনগরস্থিত হস্ত তাঁত স্টোর কমপ্লেক্সে আত্মহত্যা করেছিলেন হস্ত তাঁত ও হস্ত কারুশিল্প দফতরের এক অনিয়মিত কর্মচারী মিন্টু দেবনাথ। তাঁর অকাল মৃত্যু রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। প্রায় ২৬ বছর ধরে অনিয়মিতভাবে চাকরি করেও তিনি নিয়মিত হতে পারেননি। মাত্র আরও পাঁচ বছর চাকরি বাকি থাকলেও, ভবিষ্যতে সংসার কিভাবে চলবে এই চিন্তাতেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

শনিবার ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের আহ্বায়ক, বিশিষ্ট আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন মিন্টু দেবনাথের নয়নামুড়া, লাড্ডু চৌমুহনীস্থিত বাড়িতে যান। তিনি মৃতের স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ব্যক্তিগতভাবে অর্থসাহায্য করার পাশাপাশি, মৃতের কলেজপড়ুয়া পুত্রের পড়াশোনার কিছু ব্যয় বহনের দায়িত্ব নেবেন বলেও জানান। পুরুষোত্তম রায় বর্মন অভিযোগ করেন, "রাজ্য সরকারের পাপেই মিন্টু দেবনাথের এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। যদি ২০১৮ সালের জুলাই মাসে নিয়মিতকরণের স্কিম স্থগিত না করা হতো বা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নতুন কোনো স্কিম আনা হতো, তাহলে হয়তো আজ মিন্টু দেবনাথ বেঁচে থাকতেন।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ দীর্ঘদিন ধরে অনিয়মিত কর্মীদের অধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠন রাজ্যের সকল অনিয়মিত কর্মচারীকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এদিন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কৌশিক নাথ এবং অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক রতন দেবনাথ। তাঁদের উপস্থিতিতে মৃত কর্মচারীর পরিবার কিছুটা মানসিক ভরসা পেলেও, অনিয়মিত চাকরিজীবীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজ্যে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৩৪৮ জন পর্যবেক্ষককে বিহার নির্বাচনের সুষ্ঠু আয়োজনের জন্য নির্দেশ প্রদান

আগরতলা, ১ নভেম্বর: ভারতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) আজ বিহার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দুটি পর্যায়ের জন্য নিযুক্ত ৩৪৮ জন পর্যবেক্ষকের সঙ্গে একটি ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) আয়োজিত করেছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) শ্রী জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিভেক জোশী, ভোটারদের জন্য সুষ্ঠু এবং সুন্দর অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে ভোটার-সহায়ক নির্দেশনাগুলির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করেছেন। কমিশন একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনায় এমসিসি-এর বাস্তবায়ন, সীমান্ত চেক পোস্ট, মিথ্যা খবর/ভুল তমোর সময়মতো নিয়ন্ত্রণ, তথ্যের সক্রিয় প্রচার, দুর্বল এবং সংকটাপন্ন ভোটকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ১৯৫০ টোল-ফ্রি নম্বরে অভিযোগ নিরসন এবং ঞ্চ-ঝজ্জওজ্জব্র কেস পরিচালনা, ইভিএম স্ট্রংরুমের প্রস্তুতির বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছে।

কমিশন পর্যবেক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বজায় রাখার এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রের জমা ও অবৈধ অস্ত্রের বাজেয়াপ্তি নিশ্চিত করার জন্য।

কমিশন তার সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা, নতুনভাবে ডিজাইন করা ভোটার তথ্য স্লিপ (ভিআইএস), ক্ষঞ্জজ্জঞ্জত্রঙ্ঘ অ্যাপের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং তার বিভিন্ন সেবা, ১০০ু ভোটকেন্দ্রের ওয়েবকাস্টিং এবং প্রাথমিক ভোটারের টার্নআউট রিপোর্টের ব্যবস্থা।

পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ১২০ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ১৮ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক, এবং ৩৩ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক প্রথম পর্যায়ের জন্য, এবং ১২২ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ২০ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক, এবং ৩৪ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে উৎসব এর মরসুমের এক সুন্দর পরিসমাপ্তি।

আগরতলা, ১ নভেম্বর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উৎসবের মরসুমের সমাপ্তি উপলক্ষে অয়োজন করে মেগা লাকি ড্র যা 'শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ২০২৫' ও 'চমক ভরা ধনতেরস ২০২৫' উৎসবে অংশগ্রহণকারি ক্রেতা বন্ধুদের মধ্যে থেকে সৌভাগ্যবান বিজয়ীদের বেছে নিয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স -এর 'শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার' ও 'চমক ভরা ধনতেরাস' উৎসবে চলা অফার দুইটি যথাক্রমে কলকাতা ও ত্রিপুরার সংস্থার সব শোরুমে ১৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ও ১০ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত হয়।

এই দুটি বিশেষ উৎসব অফারের কেনাকাটার কুপনের মধ্যে মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয় ১ নভেম্বর, আগরতলা প্রেস ক্লাবে।

মিস খুমজার দেববর্মা, 'মিস ইউনিভার্স—ত্রিপুরা', উপস্থিত থেকে বিজয়ী কুপনগুলি তোলেন এবং সৌভাগ্যবান গ্রাহকদের নাম ঘোষণা করেন।

প্রতিটি ড্র-এর আগে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কুপনগুলি মিশিয়ে দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

উল্লেখ্য খুমজার দেববর্মাকে গত বছর শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর যুব মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর তিনি 'মিস ইউনিভার্স—ত্রিপুরা' খেতাব জিতে এই বছরের আগস্ট মাসে জয়পুরে অনুষ্ঠিত 'মিস ইউনিভার্স—ইন্ডিয়া' ফাইনাল-এ অংশগ্রহণ করেন।

দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় খুমজার দেববর্মাকে সংবর্ধনা জানিয়ে ত্রিপুরায় সেরার মুকুট জেতার জন্য এবং পরবর্তী সময় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিজয়ী প্রতিযোগীদের সঙ্গে জাতীয় স্তরে অংশ নিয়ে রাজ্যের সম্মান বাড়ানোর জন্য জ্জ

একই সঙ্গে ত্রিপুরার তরুণ প্রজন্মকে আত্ম বিশ্বাসী করে তোলা ও মানসিকভাবে জোর বাড়ানোর জন্য এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর যুব মুখ হিসেবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য।

সংবর্ধনা ও আন্তরিক ভালোবাসায় ভরা অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় লটারি ড্র, যেখানে ত্রিপুরার এই স্বর্ণকন্যা সমস্ত কুপনের মধ্যে থেকে সৌভাগ্যবান বিজয়ীদের বেছে নেন এবং তাদের নাম ঘোষণা করেন।

পাঁচজন সৌভাগ্যবান গ্রাহক হলেন: ১. শ্রীমতী তপশ্রী দেব ছ ১৮২৭২. শ্রী দীপক ভট্টাচার্য্য জ্ঝ ১৯১১ ৩. শ্রীমতী কুকিলা কলাই ঞ্চ২৬০৩৪. শ্রীমতী দীপান্বিতা রানা ছঞ্চজ্রঞ্ঝ ৮ ৫. শ্রী অংশ সাহা ক্ক১০১৮ পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত স্কুটির চাবি আগামী মাসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। খুমজার দেববর্মা বলেন, "আজ এখানে থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাকে ত্রিপুরার যুব মুখ হিসেবে তুলে ধরার জন্য এবং আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে ধন্যবাদ জানাই।

তিনি আরও যোগ করেন, " আমি মেগা ড্র-এর বিজয়ীদেরও অভিনন্দন এবং তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, "খুমজার দেববর্মা আমাদের ত্রিপুরার যুব মুখ তিনি 'মিস ইউনিভার্স—ত্রিপুরা' খেতাব জিতেছেন ও জয়পুরের ফাইনালে অংশ নিয়েছেন বলে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। আজকের এই সংবর্ধনা আসলে আমাদের আনন্দ ও গর্বের প্রকাশ খুমজারের সাফল্য আমাদের প্রত্যাশাকে আরও উজ্জ্বল করেছে।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'আমরা আমাদের সকল গ্রাহকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের অপরিসীম ভালোবাসা ও সমর্থনই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আরো ভালো কাজ করার ও গ্রাহক সেবায় মনোযোগী করে তোলে।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা এই সুযোগে মেগা ড্র-এর সৌভাগ্যবান বিজয়ীদের অভিনন্দন এবং আগত মরসুমের জন্য আমাদের সকল গ্রাহকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।"আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas